শ্রীভুবনেশ্বর

শ্রীভুবনেশ্বর-তীর্থে শ্রীচৈতন্যলীলা ও তীর্থের
পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক,
প্রত্নতাত্ত্বিক ও শিলালিপি-সম্বন্ধীয়
তথ্য ও বিবরণ এবং যাত্রিগণের
জ্ঞাতব্য বহুবিষয়-সম্বলিত

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের অনুকম্পিত

"গৌড়ীয়"-সম্পাদক
শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি,এ
কর্ত্তৃক সংগৃহীত

শ্রীঅনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি, এ কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৫ই কার্ত্তিক ১৩৪৪ ভিক্ষা ৵০ আনা মাত্র।

কলিকাতা—২৪৩।২ অপার সারকুলার রোডস্থিত
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কসে
শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীভুবনেশ্বর

প্রথম প্রসঙ্গ

বিভিন্ন বহির্ম্মুখ চিত্তবৃত্তিতে ভুবনেশ্বর-দর্শন

শ্রীভুবনেশ্বর সুপ্রাচীন কাল হইতে সনাতনধর্ম্মাবলম্বি-মাত্রেরই পরমপূজ্য স্থান বলিয়া গণ্য হইলেও সাবরণ শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মপরাগে বিভূষিত হওয়ায় শ্রীচৈতন্য-চরণাশ্রিত ভক্তগণের পরমপ্রিয় মহাতীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে। ভুক্তিকামিসম্প্রদায় জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হন; সৌখীন পর্য্যটকগণ, ঐতিহাসিক-গণ, প্রাকৃত প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ স্ব-স্ব-নয়নমনের পরিতৃপ্তির জন্য ভুবনেশ্বরে গমন করিয়া থাকেন; মুক্তিকামিসম্প্রদায় মৃত্যুর পর 'শিব' (!) হইবার জন্য ভুবনেশ্বরে মঠ-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন—এইরূপ নানাবিধ অন্যাভিলাষ ও স্বপস্বার্থের বশীভূত হইয়া জাগতিক লোক-সমূহ ভুবনেশ্বর-বাসের ছলনা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবানও "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—ন্যায়ানুসারে ঐ সকল বঞ্চনাকামী ব্যক্তিগণকে নিজ মায়ার দ্বারা তাঁহাদের বাঞ্ছানুযায়ী কপট কৃপা বিতরণ করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণের ভুবনেশ্বর-দর্শন

অন্যাভিলাষনির্ম্মুক্ত, জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-তপাদি ইতর চেষ্টা দ্বারা অনাবৃত শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ ভুক্তিমুক্তিকামীর অশান্ত হৃদয় লইয়া শ্রীভুবনেশ্বরে সমুপস্থিত হন না। শ্রীচৈতন্যজনগণ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত পথে শ্রীচৈতন্য-পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক শ্রীভুবনেশ্বর দর্শন করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ

ঠাকুর বৃন্দাবনের বর্ণনা

শ্রীভুবনেশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণ ও কিংবদন্তীসমূহ উদ্ধার করিবার পূর্ব্বে আমরা শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস আমাদের গৌড়ের নৈমিষ-কাননের আদিকবি ঠাকুর বৃন্দাবনের লিখিত গৌরপদাঙ্কিত মহাতীর্থ শ্রীভুবনেশ্বরের বিবরণ ও শ্রীভুবনেশ্বরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলা-বিলাসের চিত্র উদ্ধার করিতেছি।

গুপ্তকাশী

তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর।
গুপ্তকাশীবাস যথা করেন শঙ্কর॥

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ

"বিন্দু-সরোবর"

সর্ব্বতীর্থজল যথা বিন্দু বিন্দু আনি' ।
বিন্দুসরোবর শিব সৃজিলা আপনি ॥

লোক-শিক্ষক মহাপ্রভুর আচরণ

শিবপ্রিয় সরোবর জানি' শ্রীচৈতন্য ।
স্নান করি' বিশেষে করিলা অতি ধন্য ॥
দেখিলেন গিয়া প্রভু প্রকট শঙ্কর ।
চতুর্দ্দিকে 'শিব'ধ্বনি করে অনুচর ॥
চতুর্দ্দিকে সারি সারি ঘৃত-দীপ জ্বলে ।
নিরবধি অভিষেক হইতেছে জলে ॥
নিজপ্রিয় শঙ্করের দেখিয়া বিভব ।
তুষ্ট হইলেন প্রভু, সকল বৈষ্ণব ॥
যে চরণ-রসে শিব বসন না জানে ।
হেন প্রভু নৃত্য করে শিব-বিদ্যমানে ॥
নৃত্য-গীত শিব অগ্রে করিয়া আনন্দ ।
সে রাত্রি রহিলা সেই গ্রামে গৌরচন্দ্র ॥

স্কন্দপুরাণের বিবরণ

সেইস্থান শিব পাইলেন যেই মতে ।
সেই কথা কহি স্কন্দপুরাণের মতে ॥
কাশীমধ্যে পূর্ব্বে শিব পার্ব্বতী সহিতে ।
আছিলা অনেক কাল পরম নিভৃতে ॥

তবে গৌরীসহ শিব গেলেন কৈলাস।
নর-রাজগণে কাশী করয়ে বিলাস॥

শিবে 'স্বতন্ত্র পরমেশ্বর'-বুদ্ধিকারী কাশীরাজের অবৈধ-শিবপূজা

তবে কাশীরাজ নামে হৈলা এক রাজা।
কাশীপুর ভোগ করে করি' শিবপূজা॥
দৈবে আসি' কালপাশ লাগিল তাহারে।
উগ্রতপে শিব পূজে কৃষ্ণ জিনিবারে॥
প্রত্যক্ষ হইল শিব তপের প্রভাবে।
'বর মাগ' বলিলে সে রাজা বর মাগে॥
এক বর মাগোঁ প্রভু তোমার চরণে।
যেন মুঞি কৃষ্ণ জিনিবারে পারোঁ রণে॥
ভোলানাথ শঙ্করের চরিত্র অগাধ।
কে বুঝে কিরূপে কারে করেন প্রসাদ॥
তারে বলিলেন—"রাজা চল যুদ্ধে তুমি।
তোর পাছে সর্ব্বগণসহ আছি আমি॥
তোরে জিনিবেক হেন কার শক্তি আছে।
পাশুপত অস্ত্র লই' মুঞি তোর পাছে॥"
পাইয়া শিবের বর সেই মূঢ়মতি।
চলিলা হরিবে যুদ্ধে কৃষ্ণের সংহতি॥

শিব চলিলেন তার পাছে সর্ব্বগণে ।
তার পক্ষ হই' যুদ্ধ করিবার মনে ॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্য্যামী দেবকীনন্দন ।
সকল বৃত্তান্ত জানিলেন সেইক্ষণ ॥
জানিয়া বৃত্তান্ত নিজচক্র সুদর্শন ॥
এড়িলেন কৃষ্ণচন্দ্র সবার দলন ॥

সুদর্শনচক্রের স্থানে পাশুপত অস্ত্র নিরস্ত

কার অব্যাহতি নাহি সুদর্শন-স্থানে ।
কাশীরাজ-মুণ্ড গিয়া কাটিল প্রথমে ॥
শেষে তার সম্বন্ধে সকল বারাণসী ।
পোড়াইয়া সকল করিল ভস্মরাশি ॥
বারাণসী-দাহ দেখে ক্রুদ্ধ মহেশ্বর ।
পাশুপত অস্ত্র এড়িলেন ভয়ঙ্কর ॥
পাশুপত অস্ত্র কি করিবে চক্রস্থানে ?
চক্রতেজ দেখি' পলাইল সেইক্ষণে ॥
শেষে মহেশ্বর-প্রতি যায়েন ধাইয়া ।
চক্রভয়ে শঙ্কর যায়েন পলাইয়া ॥
চক্রতেজে ব্যাপিলেক সকল ভুবন ।
পলাইতে দিক্ না পায়েন ত্রিলোচন ॥
পূর্ব্বে যেন চক্রতেজে দুর্ব্বাসা পীড়িত ।
শিবের হইল এবে সেই সব রীত ॥

কৃষ্ণভৃত্য শিবের স্বতন্ত্র পরমেশ্বরত্ব নাই

শেষে শিব বলিলেন সুদর্শন-স্থানে।
রক্ষা করিবেক হেন নাহি কৃষ্ণ বিনে॥
এতেক চিন্তিয়া বৈষ্ণবাগ্র ত্রিলোচন।
ভয়ে ত্রস্ত হই' গেল গোবিন্দশরণ॥

শিবের কৃষ্ণশরণাগতি ও স্তব

জয় জয় মহাপ্রভু দেবকীনন্দন।
জয় সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজীবের শরণ॥
জয় জয় সুবুদ্ধি-কুবুদ্ধি-সর্ব্বদাতা।
জয় জয় স্রষ্টা, হর্ত্তা, সবার রক্ষিতা॥
জয় জয় অদোষ-দরশি কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় সন্তপ্ত জনের এক বন্ধু॥
জয় জয় অপরাধ-ভঞ্জন-শরণ।
দোষ ক্ষম, প্রভু তোর লইনু শরণ॥

শিবপ্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তি

শুনি' শঙ্করের স্তব সর্ব্বজীবনাথ।
চক্রতেজ নিবারিয়া হইলা সাক্ষাৎ॥
চতুর্দ্দিকে শোভা করে গোপগোপীগণ।
কিছু ক্রোধহাস্যমুখে বলেন বচন॥
"কেন শিব, তুমিত জানহ মোর শুদ্ধি।
এতকালে তোমার এমত কেনে বুদ্ধি?

কোন্ কীট কাশীরাজ অধম নৃপতি।
তার লাগি' যুদ্ধ কর আমার সংহতি?
এই যে দেখহ মোর চক্র সুদর্শন।
তোমারেও না সহে যাহার পরাক্রম॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র, পাশুপত-অস্ত্র আদি যত।
পরম অব্যর্থ মহা-অস্ত্র আর কত॥
সুদর্শন-স্থানে কার নাহি প্রতিকার।
যার অস্ত্র, তারে চাহে করিতে সংহার॥
হেন ত না দেখি আমি সংসার-ভিতর।
তোমা বই যে আমারে করে অনাদর॥"

শিবের কৃষ্ণচরণে আত্মনিবেদন ও কৃষ্ণানুগত্য স্বীকার

শুনিয়া প্রভুর কাছে সক্রোধ উত্তর।
অন্তরে কম্পিত বড় হইল শঙ্কর॥
তবে শেষে ধরিয়া প্রভুর শ্রীচরণ।
করিতে লাগিল শিব আত্মনিবেদন॥

"একলে ঈশ্বর—কৃষ্ণ, আর সব—ভৃত্য"

"তোমার অধীন প্রভু সকল সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার?

পবনে চালায় যেন সূক্ষ্ম তৃণগণ।
এই মত অ-স্বতন্ত্র সকল ভুবন ॥
যে করাও প্রভু তুমি, সেই জীব করে।
কেহ কোথা আছে যে তোমার মায়া তরে ॥
বিশেষে দিয়াছ প্রভু মোরে অহঙ্কার।
আপনারে বড় বই নাহি দেখি আর ॥
তোমার মায়ায় মোরে করায় দুর্গতি।
কি করিব প্রভু মুঞি অস্বতন্ত্র মতি ॥
তোর পাদপদ্ম মোর একান্ত জীবন।
অরণ্যে থাকিব চিন্তি' তোমার চরণ ॥
তথাপিও মোরে সে লওয়াও অহঙ্কার।
মুঞি কি করিব প্রভু, যে ইচ্ছা তোমার ॥
তথাপিহ প্রভু মুঞি কৈলুঁ অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ॥
এমত কুবুদ্ধি মোর যেন আর নহে।
এই বর দেহ, প্রভু হইয়া সদয়ে ॥
যেন অপরাধ কৈলুঁ করি' অহঙ্কার।
হইল তাহার শাস্তি শেষ নাহি আর ॥

শিবের স্থান-যাচ্ঞা

এবে আজ্ঞা কর প্রভু থাকিব কোথায় ?
তোমা বই আর বা বলিব কার পায় ॥"

'একাম্রক'-কানন-প্রদান

শুনি' শঙ্করের বাক্য ঈষৎ হাসিয়া।
বলিতে লাগিলা প্রভু কৃপাযুক্ত হৈয়া॥
"শুন শিব, তোমারে দিলাম দিব্য স্থান।
সর্ব্বগোষ্ঠীসহ তথা করহ পয়ান॥
'একাম্রক' নাম বন স্থান মনোহর॥
তথায় হইবা তুমি কোটি-লিঙ্গেশ্বর॥
সেহ বারাণসীপ্রায় সুরম্য নগরী।
সেই স্থানে আমার পরম গোপ্যপুরী॥
সেই স্থান শিব আজি কহি তোমা স্থানে।
সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে॥

নীলাচলে বিষ্ণুর নিত্য-বসতি

সিন্ধুতীরে বট-মূলে 'নীলাচল' নাম।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম অতি রম্য স্থান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥
সর্ব্বকালে সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি॥
সে স্থানের প্রভাবে যোজনদশ ভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু, কীট, কৃমি॥

সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণ।
'ভুবনমঙ্গল' করি' কহি যে সে স্থান॥
নিদ্রায় যে স্থানে সমাধির ফল হয়।
শয়নে প্রণাম-ফল যথা বেদে কয়॥
প্রদক্ষিণ-ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথামাত্র যথা হয় আমার স্তবন।
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্ম্মল।
মৎস্য * খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল॥
নিজ নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে, সে আমার সম॥
সে স্থানে নাহিক যম-দণ্ড-অধিকার।
আমি করি ভালমন্দ বিচার সবার॥

পুরীধামের উত্তরে—শ্রীভুবনেশ্বর

হেন সে আমার পুরী তাহার উত্তরে।
তোমারে দিলাম স্থান রহিবার তরে॥

---

* 'হবিষ্যান্ন' মিশ্রসাত্বিক পবিত্র আহার্য্য হইলেও প্রাকৃত; তাহা মহাপ্রসাদের ন্যায় বিশুদ্ধ সাত্বিক বস্তু অর্থাৎ 'নির্গুণ' নহে কাজেই এই উক্তির ছলে কেহ যেন অপবিত্র মৎস্যাদি-ভোজনে রত হইয়া পবিত্রাপবিত্র-অতিক্রান্ত অপ্রাকৃত শ্রীমন্মহাপ্রসাদের কৃপা হইতে বঞ্চিত না হন।

ভুক্তিমুক্তি প্রদ সেই স্থান মনোহর ।
তথায় বিখ্যাত হৈবা শ্রীভুবনেশ্বর ॥"

শিবের শ্রীক্ষেত্রবাসে লৌল্য

শুনিয়া অদ্ভুত পুরীমহিমা শঙ্কর ।
পুনঃ শ্রীচরণ ধরি' করিলা উত্তর ॥
"শুন প্রাণনাথ, মোর এক নিবেদন ।
মুঞি সে পরম অহঙ্কৃত সর্ব্বক্ষণ ॥
এতেকে তোমারে ছাড়ি' আমি অন্য স্থানে ।
থাকিলে কুশল মোর নাহিক কখনে ॥
তোমার নিকটে থাকি, সবে মোর মন ।
দুষ্টসঙ্গ-দোষে ভাল নাহিক কখন ॥
এতেকে আমারে যদি থাকে ভৃত্যজ্ঞান ।
তবে প্রভু ক্ষেত্রে মোরে দেহ' এক স্থান ॥
ক্ষেত্রের মহিমা শুনি' শ্রীমুখে তোমার ।
বড় ইচ্ছা হৈল তথা থাকিতে আমার ॥
নিকৃষ্ট হইয়া প্রভু সেবিব তোমারে ।
তথায় তিলেক স্থান দেহ' প্রভু মোরে ॥
ক্ষেত্রবাস প্রতি মোর বড় লয় মন ।"
এত বলি' মহেশ্বর করেন ক্রন্দন ॥
শিববাক্যে তুষ্ট হই' শ্রীচন্দ্রবদন ।
বলিতে লাগিলা তাঁরে করি' আলিঙ্গন ॥

সেবোন্মুখ শিব কৃষ্ণের পরমপ্রিয় নিজজন বা পার্ষদ

"শুন শিব, তুমি মোর নিজ দেহ সম।
যে তোমার প্রিয়, সে মোহার প্রিয়তম॥
যথা তুমি, তথা আমি, ইথে নাহি আন।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম আমি স্থান।

ক্ষেত্রপাল শিব

ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বথা আমার।
সর্ব্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার॥
একাম্রক-বন যে তোমারে দিল আমি।
তাহাতেও পরিপূর্ণরূপে থাক তুমি॥

একাম্রক-কানন কৃষ্ণের প্রিয় স্থান

সেই ক্ষেত্র আমার পরম প্রিয় স্থান।
মোর প্রীতে তথায় থাকিবে সর্ব্বক্ষণ॥

কৃষ্ণভক্ত শিবের অনাদরে ভীষণ অপরাধ

যে আমার ভক্ত হই' তোমা অনাদরে।
সে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে॥"
হেনমতে শিব পাইলেন সেই স্থান।
অদ্যাপিও বিখ্যাত 'ভুবনেশ্বর' নাম॥

মহাপ্রভুর শিক্ষা

'শিবপ্রিয় বড় কৃষ্ণ' তাহা বুঝাইতে।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের সাক্ষাতে॥

ভাগবত-পুরাণের উক্তি স্বীয় আচরণে প্রকাশ

যত কিছু কৃষ্ণ কহিয়াছেন পুরাণে।
এবে তাহা দেখায়েন সাক্ষাতে আপনে॥
'শিব, রাম, গোবিন্দ' বলিয়া গৌর-রায়।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায়॥

লোকশিক্ষক গৌরসুন্দরের গোপালনী শক্তি ভুবনেশ্বরের পূজা-লীলা

আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিবপূজা করিলেন লই' ভক্তবৃন্দ॥
শিক্ষা-গুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে।
নিজ দোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে॥

প্রভুর ভুবনেশ্বরে শিবলিঙ্গসমূহ দর্শনার্থ ভ্রমণ-লীলা

সেই সব গ্রামে প্রভু ভক্তবৃন্দসঙ্গে।
শিব-লিঙ্গ দেখি' দেখি' ভ্রমিলেন রঙ্গে॥

পরম নিভৃত এক দেখি' শিবস্থান।
সুখী হৈল শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্ ॥
সেই গ্রামে যতেক আছয়ে দেবালয়।
সব দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয় ॥

তৃতীয় প্রসঙ্গ

ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন নাম

'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-মহাগ্রন্থে আমরা শ্রীভুবনেশ্বরের উক্ত প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাই। 'স্বর্ণাদ্রি মহোদয়', 'একাম্রপুরাণ', 'স্কন্দপুরাণ' প্রভৃতি সংস্কৃত পুরাণগ্রন্থে শ্রীভুবনেশ্বর তীর্থের বিবিধ বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থে এই স্থানকে 'ভুবনেশ্বর', 'একাম্রকক্ষেত্র', 'হেমাচল', 'স্বর্ণাদ্রিক্ষেত্র' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

স্বর্ণাদ্রিমহোদয়-গ্রন্থের বিবরণ

ঋষিগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া ভগবান্ ব্যাস সমগ্র জগতে দুর্লভ একাম্রকক্ষেত্রের বিবরণ প্রচার করেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানে একটী বিস্তৃতশাখ আম্রবৃক্ষ বিরাজিত ছিল বলিয়া এই স্থানের নাম

'একাম্রকক্ষেত্র' হইয়াছে। এই স্থানে কোটী লিঙ্গমূর্ত্তি ও অষ্টতীর্থ বিরাজমান। এই স্থান বারাণসী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর অধিকতর প্রিয়।

দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে উৎকল প্রদেশে 'গন্ধবতী' নাম্নী এক পূর্ব্ববাহিনী নদী আছে। সেই নদী সাক্ষাৎ জাহ্নবী-স্বরূপা। সেই পরম পবিত্র নদীর তটদেশেই এই ব্রহ্মক্ষেত্র একাম্রকতীর্থ বিরাজিত। এই স্থান কৈলাস অপেক্ষাও রমণীয়। ত্রিলোকে যাহা কিছু সুন্দর,—যাহা কিছু দর্শন-যোগ্য, সকল সম্পত্তিই এই স্থানে বৈষ্ণবরাজ ত্রিলোচনের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

এই স্থান ত্রিযোজন-বিস্তৃত। তন্মধ্যে একযোজন স্থান দেবপূজিত এবং ক্রোশপরিমাণ আম্রছায়ায় পরিব্যাপ্ত। ধর্ম্মাত্মব্যক্তিগণ প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানে স্নান, জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক, পূজা, স্তব, নির্ম্মাল্য-সেবন, পুরাণ-শ্রবণ, ভগবদ্ভক্তের চরণাশ্রয় এবং নববিধা ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন।

'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়' বলেন,—শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমই এই ক্ষেত্রের পালক। সনাতন পরব্রহ্ম লিঙ্গরূপে 'ত্রিভুবনেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া এই স্থানে নিত্য বিরাজমান। 'লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তে যস্মাৎ'—এই ব্যুৎপত্তিক্রমে পরব্রহ্মই লিঙ্গরূপে উৎকল-প্রদেশে সর্ব্বতীর্থময় স্বর্ণকূটগিরিতে দেবগণের দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া বাস করিতেছেন। স্বয়ং নারায়ণ চক্র ও

গদাহস্তে ধারণ পূর্ব্বক এই ক্ষেত্র পালন করেন বলিয়া তিনিই 'ক্ষেত্রপাল'।

শ্রীঅনন্তবাসুদেব

স্বর্ণাদ্রিমহোদয় আরও বলেন,—এই ক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীঅনন্তবাসুদেব চক্র ও গদা হস্তে ধারণ পূর্ব্বক ক্ষেত্র রক্ষা করেন। শ্রীঅনন্তবাসুদেব দর্শনের পূর্ব্বে অন্যান্য পুণ্যকর্ম্মসমূহ নিষ্ফল হয়। যাঁহাদের শ্রীঅনন্তবাসুদেব ভগবানে বিশুদ্ধা ভক্তি বিরাজমান, তাঁহারাই বাসুদেব-প্রিয় শ্রীভুবনেশ্বরের কৃপা লাভ করিতে পারেন।

চতুর্থ প্রসঙ্গ

ভগবতীর ভুবনেশ্বরে আগমন

ভুবনেশ্বরী ভগবতী শম্ভুর শ্রীমুখে বারাণসী হইতেও শ্রেষ্ঠ একাম্রক তীর্থের কথা শ্রবণ করিয়া সেই স্থান দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিলে শম্ভু ভুবনেশ্বরীকে বলিলেন,—'তুমি অগ্রে একাকিনী সেই স্থানে গমন কর, পশ্চাৎ আমি তোমার সহিত মিলিত হইব।' পতির অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সিংহবাহিনী অবিলম্বে স্বর্ণাদ্রিতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

তথায় আসিয়া দেখিলেন, সেইস্থান সত্যসত্যই কৈলাস হইতেও মনোরম। আরও দেখিতে পাইলেন, সেখানে সিতাসিতবর্ণপ্রভ এক মহালিঙ্গ বিরাজমান। ভুবনেশ্বরী মহোপচারে সেই মহালিঙ্গের পূজা করিতে লাগিলেন।

গাভীগণ কর্ত্তৃক শিবলিঙ্গোপরি দুগ্ধাভিষেক

ভগবতী পুষ্পচয়নের জন্য একদিন বনান্তরে গমন করিয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, এক হ্রদমধ্য হইতে কুন্দ-কুসুম-শুভ্র সহস্র গাভী নির্গত হইয়া সেই মহালিঙ্গের শিরোপরি অজস্র ক্ষীরধারা বর্ষণ করিয়া লিঙ্গ প্রদক্ষিণানন্তর যথাস্থানে চলিয়া গেল। আরও একদিন ঐপ্রকার দর্শন করিয়া ভগবতী গোপালিনী-বেশে সেই গাভীগণের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পঞ্চদশ বর্ষ অতিবাহিত হইয়া গেল।

'কৃত্তি' ও 'বাস' নামক অসুরদ্বয়

একদিন 'কৃত্তি' ও 'বাস' নামক তরুণবয়স্ক অসুর ভ্রাতৃদ্বয় সেই বনে পর্য্যটন করিতে করিতে গোপালিনীর অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া আত্মবিনাশের সূচনাস্বরূপ গোপালিনীর নিকট তাহাদের দুষ্ট অভিসন্ধি ব্যক্ত করিল।

'কৃত্তি' ও 'বাস' অসুরদ্বয় সতী কর্ত্তৃক বধ্য

তৎক্ষণাৎ সতী অসুরদ্বয়ের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিতা হইয়া শম্ভুর পাদপদ্ম স্মরণ করিলেন। মহাদেব ভগবতীর স্মরণমাত্রেই গোপালবেশে গোপালিনী-বেশধারিণী সতীর সম্মুখীন হইলেন। গোপালিনী-বেশধারিণী সতী গোপালবেশী শম্ভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। মহাদেব বলিলেন—"সতি, আমি তোমার স্মরণের কারণ অবগত আছি। তোমার ব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই। ভগবদিচ্ছায় অসুর-দ্বয় উহাদের বধ বরণ করিবার জন্যই তোমার নিকট দুষ্ট প্রস্তাব করিয়াছে। তোমাকে ঐ অসুরদ্বয়ের আনু-পূর্ব্বিক ইতিহাস বলিতেছি। 'ক্রমিল' নামে এক নরপতি বহু মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতাগণের প্রসন্নতা বিধান পূর্ব্বক এক বর লাভ করেন যে, তাহার 'কৃত্তি' ও 'বাস' নামক পুত্রদ্বয় শস্ত্রের অবধ্য হইবে। অতএব ভগবদিচ্ছাক্রমে তোমাকেই সেই দুর্ব্বৃত্ত অসুর-দ্বয়কে বধ করিতে হইবে।"

অসুরদ্বয়কে সতীর বঞ্চনা

সতী পতির এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া গোপালিনী-বেশেই বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই সেই দুর্ব্বৃত্ত অসুরদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন। সতী উক্ত অসুরভ্রাতৃদ্বয়কে বঞ্চনা পূর্ব্বক বলিলেন,—"আমি

তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ করিতে পারি ; কিন্তু আমার একটী প্রতিজ্ঞা আছে। যে আমাকে স্কন্ধে বা মস্তকে বহন করিতে পারিবে, আমি তাহারই পত্নী হইব।”

সতীকর্ত্তৃক কৃত্তি-বাস-বধ

সতীর এই কথা শুনিয়া বিমুগ্ধ অসুরভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর প্রতিদ্বন্দী হইয়া পড়িল। তখন গোপালিনী-বেশধারিণী সতী উভয় ভ্রাতারই স্কন্ধে পদস্থাপন করিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন এবং বিশ্বম্ভরীরূপ ধারণ করিলেন। বিশ্বম্ভরীর গুরুভার বহন করে কাহার সাধ্য ? অসুরদ্বয় সতীর গুরুত্বে দলিত হইয়া বিনষ্ট হইল। পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, তদবধি সতী ও সতীনাথ শম্ভু কাশীর স্বুবর্ণ-মন্দির পরিত্যাগ করিয়া একাম্রক-কাননে বাস করিতেছেন

পঞ্চম প্রসঙ্গ

বিন্দুসরোবর প্রকাশ-বিবরণ

ভুবনেশ্বরী গোপালিনী-মূর্ত্তিতে ‘কৃত্তি’ ও বাস’ নায়ক অসুরদ্বয়কে পদ-দলনে বিনষ্ট করিয়া অতীব তৃষ্ণার্ত্তভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। ভুবনেশ্বরীর পিপাসা-নিবৃত্তির জন্য

মহাদেব ত্রিশূলাগ্রদ্বারা শৈল বিদারণ পূর্ব্বক একটী বাপী প্রকাশ করিলেন। ইহাই "শঙ্কর-বাপী" নামে প্রসিদ্ধ হইল। কিন্তু ভুবনেশ্বরী তথায় একটী নিত্যপ্রতিষ্ঠিত জলাশয় হইতে জল পান করিতে ইচ্ছা করিলেন। শম্ভু চরাচরের নিখিল তীর্থকে আনয়ন এবং জলাশয়-প্রতিষ্ঠার যজ্ঞসমাধানার্থ ব্রহ্মাকে আহ্বান করিবার জন্য নিজ বৃষকে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মা বৃষ দ্বারা আহূত হইয়া দেবতাগণ-সহ ঐ ক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক ভুবনেশের পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। অনন্তর বৃষভ স্বর্গলোক হইতে মন্দাকিনী প্রভৃতি, পৃথিবী হইতে প্রয়াগ, পুষ্কর, গঙ্গা, গঙ্গাদ্বার, নৈমিষ, প্রভাস, পিতৃতীর্থ, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, পয়োষ্ণি, বিপাশা, শতদ্রু, কাবেরী, গোমতী, কৃষ্ণা, যমুনা, সরস্বতী, গণ্ডকী, ঋষিকুল্যা, মহানদী প্রভৃতি ও পাতাল হইতে ক্ষীরোদাদি সমুদ্রকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। ঐ তীর্থসমূহকে সমাগত দেখিয়া ভুবনেশ ত্রিশূলাঘাতে পাষাণ বিদারণ পূর্ব্বক বলিলেন,—"আমি এই স্থানে হ্রদ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; তোমরা সকলে বিন্দু বিন্দু করিয়া এইস্থানে পতিত হও। তীর্থসমূহ শম্ভুর আদেশ পালন করিলে ভগবান্ জনার্দ্দন ও ব্রহ্মা-প্রমুখ দেবগণ তাহাতে স্নান করিলেন। ভুবনেশ্বরও প্রমথগণের সহিত সানন্দে অবগাহন করিলেন এবং বলিলেন,—"এই স্থানে 'শঙ্কর-বাপী' ও 'বিন্দুসরোবর' নামে দুইটী পবিত্র জলাশয়

প্রকাশিত হইল। শঙ্করবাপীতে স্নান করিলে মৎস্বারূপ্য এবং বিন্দুহ্রদে স্নান করিলে মৎসালোক্য লাভ হইবে।"

অনন্তর বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভু জনার্দ্দনকে নমস্কার বিধান পূর্ব্বক বলিলেন,—"হে পুরুষোত্তম, আপনি কৃপাপূর্ব্বক অনন্তের সহিত এই বিন্দু-হ্রদের পূর্ব্বতীরে মূর্ত্তিদ্বয়ে অবস্থান করিয়া আমার নিয়ামকত্ব ও ক্ষেত্রপালত্ব করুন। তদবধি ভগবান্ অনন্তবাসুদেব নিজপ্রিয় শঙ্করকে উচ্ছিষ্টাদি দানে কৃপা এবং শম্ভুর নিয়ামক ও ক্ষেত্রপালকরূপে বিন্দুসরোবরের পূর্ব্ব-তটে বাস করিতেছেন। শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রসাদ-নির্ম্মাল্যে ভুবনেশ্বর শম্ভু অর্চ্চিত হইয়া থাকেন।

স্বর্ণাদ্রি মহোদয় বলেন,—এই বিন্দুহ্রদ মণিকর্ণী নামেও খ্যাত এবং ইহা সর্ব্বতীর্থের সার। এই তীর্থসার মণিকর্ণীতে স্নানানন্তর শ্রীঅনন্তবাসুদেবকে দর্শন করিলে মনুষ্য নিশ্চিত বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে ধনাদি-দানে অন্যতীর্থ অপেক্ষা শতগুণ ফললাভ এবং শ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রসাদ-নির্ম্মাল্য দ্বারা পিতৃপুরুষগণকে পিণ্ড প্রদান করিলে পিতৃলোকের আত্মার অক্ষয়তৃপ্তি হইয়া থাকে। এই বিন্দুসরোবরে স্নান—সর্ব্বতীর্থে স্নানের তুল্য। স্নানান্তে অনন্তবাসুদেব দর্শনে অনন্ত ফল লাভ হয়।

এই বিন্দু হ্রদে শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীশ্রীমদনমোহনের চন্দনযাত্রা এবং নৌকাবিহারাদি হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ প্রসঙ্গ

শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির

বিন্দুসরোবরের পূর্ব্ব-তটে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের সুপ্রাচীন মন্দির আজও বিরাজমান রহিয়াছে। এই মন্দির বিবিধ-শিল্পকলা-খচিত। সিদ্ধলগ্রাম-নিবাসী শ্রীভবদেব ভট্ট এই শিল্পকলা-বিভূষিত বৃহৎ মন্দিরে শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব-বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সাবর্ণগোত্রীয় শ্রোত্রিয়গণের রাজদত্ত বহুসংখ্যক গ্রাম ছিল। উহাদের মধ্যে সিদ্ধলগ্রাম সর্ব্বপ্রধান। তথায় মহাদেব, ভবদেব (১ম) ও অট্টহাস নামক মহাত্মত্রয় জন্ম পরিগ্রহ করেন। এই তিন জনের মধ্যে ভবদেবই প্রধান ও প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে 'হস্তিনী' গ্রাম প্রাপ্ত হন। তাঁহার 'রথাঙ্গ'প্রমুখ অষ্ট পুত্র ছিল। রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ, অত্যঙ্গের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র আদিদেব গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রীর পদে সমাসীন হইয়াছিলেন। আদিদেবের পুত্র গোবর্দ্ধন বন্দ্যঘটীয় কুলোৎপন্না এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহারই গর্ভে দ্বিতীয় ভবদেব জন্মগ্র করেন। ভবদেব তন্ত্র, গণিত, নবীন জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত জ্যোতিষশাস্ত্র,

ন্যায়গ্রন্থ ও মীমাংসাগ্রন্থ পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই ভবদেবের মন্ত্রণাবলে হরিবর্ম্মদেব ও তৎপুত্র দীর্ঘকাল সাম্রাজ্য-সিংহাসন ভোগ করিয়াছিলেন। এই ভবদেব ভট্টই রাঢ়দেশের বিভিন্ন জনহীন স্থানে বহু জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইনিই নবনির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীশ্রীঅনন্ত-বাসুদেব বিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তি-সংস্থাপন এবং বিন্দুহ্রদের পঙ্কোদ্ধার করাইয়াছিলেন। ইনি "বালবলভী-ভুজঙ্গ" আখ্যায় বিভূষিত হইয়াছিলেন। শ্রীঅনন্তবাসুদেব-শিলালিপি-মধ্যে ভবদেবভট্টের যে কুল-প্রশস্তি-গাথা রহিয়াছে, তাহা হইতে ঐ সকল কথা জানা যায়। ভবদেবের প্রিয়সুহৃৎ শ্রীবাচস্পতি নামক কবি এই প্রশস্তি রচনা করেন। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত হইতেছিল। কর্ণেল কিটো সাহেব মেঘেশ্বর-লিপির সহিত ঐ শিলালিপি শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন করিয়া দেন। এই শিলাফলকের আয়তন—দৈর্ঘ্যে দুই হস্ত চারি অঙ্গুলি এবং প্রস্থে এক হস্ত দুই অঙ্গুলি। ইহার মধ্যে ২০টী পংক্তি উৎকীর্ণ আছে। অক্ষরসমূহ প্রায় এক অঙ্গুলি পরিমিত। পাঠকগণের অবগতির জন্য শ্রীঅনন্তবাসুদেব-শিলালিপি বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশিত হইল।

সপ্তম প্রসঙ্গ

শ্রীঅনন্তবাসুদেব-শিলালিপি

গাঢ়োপগূঢ়কমলাকুচকুম্ভপত্র-
মুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা পরিরীপ্সমানঃ।
"মালুপ্যতামভিনবা বনমালিকে"তি
বাগ্দেবতোপহসিতোঽস্তু হরিঃ শ্রিয়ে বঃ ॥১॥

শ্রীকমলার গাঢ়ালিঙ্গনে তাঁহার কুচস্থিত পত্রাঙ্ক দ্বারা শ্রীহরির গাত্র চিহ্নিত হইলে তিনি পুনরায় শ্রীবাণীর অঙ্গ-সঙ্গলাভার্থ প্রয়াস করেন ; তাহাতে বাগ্দেবতা—'অহো, এই নবীন বনমালা লুপ্ত না হয়' এই প্রকারে উপহাস করিলেন। এবম্বিধ শ্রীহরি আপনাদিগের মঙ্গল বিধান করুন ॥১॥

বাল্যাৎ প্রভৃত্যহরহর্যদুপাসিতাসি
বাগ্দেবতে! তদধুনা ফলতু প্রসীদ।
বক্ষ্যামি ভট্টভবদেবকুলপ্রশস্তি-
সূক্তাক্ষরাণি রসনাগ্রমধিশ্রয়েথাঃ ॥২॥

হে বাণি, আমি বাল্যাবধি সতত আপনার উপাসনা করিয়াছি, আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহার সুফল প্রদান করুন আমি মধুর পদে গ্রথিত ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আপনি মদীয় জিহ্বাগ্রে অধিষ্ঠিতা হউন।

সাবর্ণস্য মুনের্মহীয়সি কুলে যে জজ্ঞিরে শ্রোত্রিয়া-
স্তেষাং শাসনভূময়োহজনি গৃহং গ্রামাঃ শতং সন্ততেঃ।
আর্য্যাবর্ত্তভুবাং বিভূষণমিহ খ্যাতস্তু সর্ব্বাগ্রিমো
গ্রামঃ সিদ্ধল এব কেবলমলঙ্কারোঽস্তি রাঢ়াশ্রিয়ঃ ॥৩॥

সাবর্ণ মুনির মহাকুলে জাত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের সন্ততিকুল দানরূপে শত গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতেছিলেন। তন্মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তভূমির ভূষণ সিদ্ধলগ্রাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রসিদ্ধ হইয়া রাঢ়শ্রেণীর অলঙ্কারস্বরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ৩ ॥

সৎপল্লবঃ স্থিতিময়ো দৃঢ়বদ্ধমূলঃ
শাখাগ্রলগ্নমুখরদ্বিজশীলিতশ্রীঃ।
ন গ্রন্থিলো ন কুটিলঃ সরলঃ সুপর্ব্বা
সর্ব্বোন্নতঃ সুখমিহ প্রসসার বংশঃ ॥ ৪ ॥

সুদৃঢ়মূল উৎকৃষ্ট বংশবৃক্ষ যে প্রকার সুন্দর শাখাযুক্ত, দীর্ঘকালস্থায়ী, শাখার অগ্রভাগে উপবিষ্ট কূজনশীল বিহগকুলে শোভাসম্পন্ন, বিরলগ্রন্থিক, সরল, মনোহর পর্ব্ববিশিষ্ট ও সমুদয় বৃক্ষ অপেক্ষা উন্নত হইয়া বৃদ্ধি লাভ করে, তদ্রূপ সেই কুল মহাপুরুষরূপ মূল কর্ত্তৃক সুদৃঢ়, সাধুসন্ততিবর্গরূপ শাখাবেষ্টিত, দীর্ঘকালস্থায়ী, বেদশাখাধ্যয়নশীল বাগ্মী বিপ্রসমূহে শোভমান, গ্রন্থিরহিত, অকুটিল, সরলস্বভাব, ব্রতাদি দ্বারা পর্ব্বাহসমূহের সম্মানদাতা এবং সর্ব্বোত্তম হইয়া বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল ॥৪॥

তদ্বংশোত্তংসমণিঃ ফলস্য দাতাপি তাপনপ্রতিমঃ।
ভব ইব বিদ্যাতন্ত্রপ্রসবঃ প্রবভূব ভবদেবঃ ॥৫॥

সেই বংশের রত্নস্বরূপ, অভিলষিত ফলপ্রদাতা হইয়াও সূর্য্যতুল্য তেজস্বী এবং মহাদেবের ন্যায় বিদ্যা ও তন্ত্রের প্রচলনকারী ভবদেব-বিপ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৫॥

অগ্রজানুজয়োর্মধ্যে মহাদেবাট্টহাসয়োঃ।
স জজ্ঞে যজ্ঞপুরুষো বিরিঞ্চিহরয়োরিব ॥৬॥

ব্রহ্মা ও হরের মধ্যে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর ন্যায় তিনি মহাদেব ও অট্টহাস নামক অগ্রজ ও অনুজ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন ॥৬॥

স শাসনং গৌড়নৃপাদবাপ
শ্রীহস্তিনীদিষ্টমহীষ্টভূমিম্।
অষ্টৌ সুতানষ্টমহেশমূর্ত্তি-
প্রখ্যান্ বিজজ্ঞেঽথ রথাঙ্গমুখ্যান্ ॥৭॥

তিনি গৌড়রাজ হইতে শ্রীহস্তিনাখ্যা অতীব পুণ্যভূমি দানস্বরূপে প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি বিখ্যাত মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তিতুল্য রথাঙ্গপ্রমুখ অষ্ট তনয় উৎপাদন করিলেন ॥৭॥

রথাঙ্গাদত্যাঙ্গঃ সমজনি জনানন্দজননঃ
শশীব ক্ষীরোদাদবিকলকলাকেলিনিলয়ঃ।
স্ফুরৎপ্রত্যাজ্যোতিঃ স্ফুরিত ইতি নাম্না দিশি দিশি
প্রকাশোঽভূৎ সৌম্য গ্রহ ইব বুধস্তস্য তনয়ঃ ॥৮॥

রথাঙ্গ হইতে ক্ষীরোদধিসম্ভূত পূর্ণকলা-চন্দ্রের সদৃশ লোকসমূহের আনন্দজনক অত্যঙ্গ নামক তনয় উৎপত্তি লাভ করেন। প্রজ্ঞালোকে বিশেষভাবে সর্ব্বদিকে প্রকাশমান সোমপুত্র বুধবৎ স্ফুরিতাভিধান 'বুধ' নামক তাহার তনুজ প্রকাশ পাইল ॥৮॥

তস্মাদভূদভিজনাভ্যুদয়ৈকবীজ-
মব্যাজপৌরুষমহাতরুমূলকন্দঃ।
শ্রীআদিদেব ইতি দেব ইবাদিমূর্ত্তি-
মর্ত্ত্যাত্মনা ভুবনমেতদলংকরিষ্ণুঃ ॥৯॥

সেই বুধ হইতে বংশের উন্নতির একমাত্র কারণ, নিষ্কপট পৌরুষরূপ মহাতরুর মূলকন্দতুল্য এই ভুবনের শোভাসম্পাদক, মানবমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ ভগবান্ আদিদেব-সদৃশ শ্রীআদিদেব উৎপন্ন হইলেন ॥৯॥

যো বঙ্গরাজরাজ্যশ্রীবিশ্রামসচিবঃ শুচিঃ।
মহামন্ত্রী মহাপাত্রমবন্ধ্যসন্ধিবিগ্রহী ॥১০॥

তিনি বঙ্গাধিপ-রাজ্যলক্ষ্মীর সুখস্থিতির সাহায্যকারী, পবিত্র, মহামাত্য, মহাপাত্র ও অব্যর্থ সন্ধিবিগ্রহপরায়ণ ছিলেন ॥১০॥

স দেবকীগর্ভভবং ভুবঃ স্থিতৌ
সমর্থমুচ্চৈঃ পদলব্ধপৌরুষম্।
সরস্বতীজানিমজীজনৎ সুতং
জগৎসু গোবর্দ্ধনমচ্যুতোপমম্ ॥ ১১ ॥

সেই আদিদেব জগতে নিরুপম 'গোবর্দ্ধন' নামে পুত্র উৎপাদন করেন। তিনি বিষ্ণুর ন্যায় দেবকীগর্ভসম্ভূত, পৃথিবী (পক্ষে রাজ্য) পালনে সমর্থ, আকাশে পাদপ্রসারণ (পক্ষে উচ্চ পদাশ্রয়) হেতু লব্ধপৌরুষ এবং সরস্বতীর (বাণীর, পক্ষে তন্নাম্নী পত্নীর) বল্লভ ছিলেন ॥১১॥

বীরস্থলীষু চ সভাসু চ তাত্ত্বিকানাং
দোর্লীলয়া চ কলয়া চ বচস্বিনাং যঃ।
যো বর্দ্ধয়ন্ বসুমতীং চ সরস্বতীঞ্চ
দ্বেধা ব্যধত্ত নিজনামপদং সদর্থন্ ॥১২॥

তিনি (গোবর্দ্ধন) বীরসমাজে বাহুসামর্থ্যপ্রদর্শনে রাজ্য-বিস্তার এবং বাগ্মী তত্ত্বজ্ঞদিগের সভায় বিদ্যাবলে সরস্বতীর গৌরব বর্দ্ধন করিয়া আপন নাম (গো অর্থাৎ ভূমি ও বাণীর বর্দ্ধনহেতু) সার্থক করিয়াছিলেন ॥১২॥

বন্দ্যাং বন্দ্যঘটীয়স্য ব্রহ্মণঃ প্রযতাং সুতাং।
সাঙ্গোকাখ্যমঙ্গনারত্নং পত্নীং স পরিণীতবান্ ॥১৩॥

তিনি বন্দ্যঘটীবংশোৎপন্ন কোন ব্রাহ্মণের পূজ্যা, সংযমশীলা, 'সাঙ্গোকা' নাম্নী, অঙ্গনাশ্রেষ্ঠা কন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥১৩॥

তস্যাং স্বপ্নবিধানবোধিতনিজোৎপাদঃ স দেবো হরি-
র্জাতঃ শ্রীভবদেবমূর্ত্তিরমৃতঃ শ্যামণ্ডলীকল্পপাৎ।
যৎ পাণিপ্রণয়িত্বয়ঙ্গলজয়োরাল্পিতং লক্ষ্মণা
যস্যান্তর্নিহিতোঽস্তি কৌস্তুভ ইতি জাতং প্রকাশোদয়াৎ ॥১৪॥

শ্রীহরি স্বপ্নযোগে আত্মজন্ম জ্ঞাপন পূর্ব্বক সেই সাঙ্গাকা-গর্ভে মর্ত্ত্যভূমির কল্পপ (গোবর্দ্ধন) হইতে ভবদেব-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। চিহ্নদ্বারা কমল-যুগল তাঁহার পাণিতলের সহিত প্রণয়বান্ বলিয়া লক্ষিত হইতেছিল এবং তাঁহার অঙ্গকান্তির প্রকাশে কৌস্তুভমণি অন্তর্নিহিত বলিয়া পরিজ্ঞাত হইত ॥১৪॥

লক্ষ্মীং দক্ষিণদোষ্ণি মন্ত্রবিভবে বিশ্বম্ভরামণ্ডলং
জিহ্বাগ্রে চ সরস্বতীং রিপুতনৌ নাগান্তকং পত্রিণম্।
চক্রম্পাদতলে নিবেশিতবতা দিব্যং তদাদ্যং বপু-
র্নিহ্নোতুন্নিজচিহ্নমেতদমুনা নূনং বিপর্য্যাসিতম্ ॥ ১৫ ॥

তিনি দক্ষিণহস্তে লক্ষ্মী (পক্ষে শোভা), মন্ত্রবিভবে ভূমণ্ডল, জিহ্বাগ্রে সরস্বতী (পক্ষে বাক্য), শত্রুশরীরে গরুড় (পক্ষে নাগবিনাশী শর) এবং পাদতলে চক্র সন্নিবেশিত করিয়া তাঁহার সেই আদ্য দিব্যতনু গোপনার্থ নিশ্চয়ই ঐ চিহ্নসমূহের স্থান বিপর্য্যয় করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

যন্মন্ত্রশক্তিসচিবঃ সুচিরং চকার
রাজ্যং স ধর্ম্মবিজয়ী হরিবর্ম্মদেবঃ।
তন্নন্দনে চলতি যস্য চ দণ্ডনীতি-
র্বর্ত্মানুগা বহুলকল্পলতেব লক্ষ্মীঃ ॥ ১৬ ॥

তাঁহার মন্ত্রশক্তির সাহায্যে ধর্ম্মবিজয়ী হরিবর্ম্মদেব দীর্ঘকাল রাজ্য পালন করিয়াছিলেন এবং তদীয় পুত্রের রাজত্বকালেও রাজলক্ষ্মী বহুসংখ্যক কল্পলতার ন্যায় তাঁহার দণ্ডনীতি-পথের অনুগমন করিতেছিলেন ॥ ১৬ ॥

সৎপাত্রস্য মহাশয়স্য কমলাধারস্য যস্য ক্ষমাং
বিভ্রাণস্য গুণাম্বুধেরকলিতস্যাস্তর্দীনাত্মনঃ।
মর্য্যাদা-মহিম প্রসাদশুচিতা-গাম্ভীর্য্যধৈর্য্যস্থিতি-
প্রায়াঃ প্রায়শঃ এব বাক্‌পথমতিক্রান্তাঃ স্বনন্তে গুণাঃ ॥ ১৭

সৎপাত্র, মহাত্মা, অতুলৈশ্বর্য্যবান্, ক্ষমাশীল, গুণ-সাগর, অনধীন ও অদীনচিত্ত সেই ভবদেবের মর্য্যাদা, মহিমা, প্রসন্নতা, শুচিতা, গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্য প্রভৃতি অবর্ণনীয়া গুণাবলী সকলেরই তৃপ্তিজননী হইয়াছিল ॥ ১৭ ॥

মহাগৌরী কীর্ত্তিঃ স্ফুরদসিকরালা ভুজলতা
রণক্রীড়া চণ্ডী রিপুরুধিরচর্চ্চা রণভুবঃ।
মহালক্ষ্মীর্মূর্ত্তিঃ প্রকৃতিললিতাস্তা গির ইতি
প্রপঞ্চঃ শক্তীনাং যমিহ পরমেশং প্রথয়তি ॥ ১৮ ॥

মহাগৌরী, শাণিতাসিধারিণী কালী, রণক্রীড়াপরায়ণা চণ্ডী, মহালক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতি শক্তিনিচয় যেরূপ পরমেশ্বরের প্রকাশ করেন, তদ্রূপ অতীব শুভ্রা কীর্ত্তি, উজ্জ্বল খড়্গশোভিতা, ভীষণা ভুজলতা, ভয়াবহা রণক্রীড়া, শত্রুশোণিতরঞ্জিতা রণস্থলী, সুশোভনা মূর্ত্তি ও স্বভাব-মধুরা বাক্যাবলী প্রভৃতি শক্তিসমূহ তাঁহাকে এই ধরাতলে পরমেশ্বররূপে প্রচার করিয়াছিল ॥১৮॥

যদ্‌ব্রাহ্মতেজসি বলীয়সি মন্দবীর্য্যঃ
খদ্যোতপোতকিরণং তরণিস্তনোতি।

উচ্চৈরুদঞ্চতি যদীয়যশঃশরীরে
জাতস্তুষারশিখরী নন্থ জানুদয়ঃ ॥১৯॥

তাঁহার প্রচণ্ড ব্রহ্মতেজে ক্ষীণপ্রভ তপন খদ্যোত-শাবকের ন্যায় ক্ষীণ আলোক বিস্তার করিতেছিলেন এবং তাঁহার যশোদেহের উচ্চতার নিকট তুষারমণ্ডিত হিমাচলও জানু প্রমাণবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল ॥১৯॥

ব্রহ্মাদ্বৈতবিদামুদাহরণভূরুদ্ভূতবিদ্যাদ্ভুত-
স্রষ্টা ভট্টগিরাং গভীরিমগুণপ্রত্যক্ষদৃশ্বা কবিঃ।
বৌদ্ধাম্ভোনিধিকুম্ভসম্ভবমুনিঃ পাষণ্ডবৈতণ্ডিক-
প্রজ্ঞাখণ্ডনপণ্ডিতোঽয়মবনৌ সর্ব্বজ্ঞলীলায়তে ॥২০॥

তিনি জীব ও ব্রহ্মের অভেদবাদিগণের উদাহরণস্থল, নব্যবিদ্যায় অদ্ভুতমার্গপ্রদর্শক, ভট্টবাক্যসমূহের গাম্ভীর্য্য-গুণের প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ও কবি বৌদ্ধমতসমুদ্রের পক্ষে অগস্ত্যমুনি এবং পাষণ্ড ও বৃথা তার্কিকগণের প্রতিভা-খণ্ডনে সুনিপুণ হইয়া পৃথিবীতে সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় লীলা করিয়াছিলেন ॥২০॥

সিদ্ধান্ততন্ত্রগণিতার্ণবপারদৃশ্বা
বিশ্বাদ্ভুতপ্রসবিতা ফলসংহিতাসু।
কর্ত্তা স্বয়ং প্রথয়িতা চ নবীনহোরা-
শাস্ত্রস্য যঃ স্ফুটমভূদপরো বরাহঃ ॥২১॥

তিনি সিদ্ধান্ত, তন্ত্র ও গণিতরূপ সমুদ্রের পারদর্শী, ফলিত জ্যোতিষসংহিতায় বিবিধ তত্ত্বের আবিষ্কার, নবীন

হোরাশাস্ত্রের প্রণয়ন ও প্রচার করিয়া নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় বরাহাচার্য্যরূপে প্রতীত হইতেছিলেন ॥২১॥

যো ধর্ম্মশাস্ত্রপদবীষু অরম্নিবন্ধা-
নন্ধীচকার রচিতোচিতসৎপ্রবন্ধঃ।
স্বব্যাখ্যয়া বিশদয়ন্ মুনিধর্ম্মগাথাঃ
স্মার্ত্তক্রিয়াবিষয়সংশয়মুন্মমার্জ্জ ॥ ২২ ॥

তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রস্থানসমূহে সমুচিত সাধু প্রবন্ধাবলী প্রণয়নপূর্ব্বক প্রাচীন ব্যাখ্যাতৃগণের নিবন্ধগুলিকে অকর্ম্মণ্য করিয়াছিলেন এবং সদ্ব্যাখ্যা-দ্বারা মুনিপ্রণীত ধর্ম্মগাথা-সকল স্পষ্টীভূত করিয়া স্মার্ত্তক্রিয়াবিষয়ে সংশয়রাশি দূরীভূত করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

মীমাংসায়ামুপায়ঃ স খলু বিরচিতো যেন ভট্টোক্তনীত্যা
যত্র ন্যায়াঃ সহস্রং রবিকিরণসমা ন ক্ষমন্তে তমাংসি।
কিং ভূয়া সীম্নি সাম্নাং সকল কবিকলাস্বাগমেষত্র শাস্ত্রে-
ষ্বায়ুর্ব্বেদাস্ত্রবেদপ্রভৃতিষু কৃতধীরদ্বিতীয়োঽয়মেব ॥ ২৩ ॥

তিনি ভট্টোক্ত নীত্যনুসারে পূর্ব্বমীমাংসা-গ্রন্থের এক প্রকরণ রচনা করিয়াছিলেন ; তাহাতে সহস্র সহস্র বিচার সন্নিবিষ্ট থাকিয়া রবিকিরণের ন্যায় অজ্ঞান-তমোরাশি-বিনাশে সমর্থ হইয়াছে। অধিক কি, তিনি সামবেদের শেষভাগে (উপনিষদ্ভাগে) সকল কবির কাব্য, আগম-সমূহ, আয়ুর্ব্বেদ ও অস্ত্রবেদাদি-শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয় পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

যস্ত খলু বালবলভীভুজঙ্গ ইতি নাম নাদৃতং কেন ?
মীমাংসয়াপি সপুলকমাকর্ণিতবর্ণিতোদ্গীতম্ ॥ ২৪ ॥

তাঁহার 'বালবলভীভুজঙ্গ' উপাধি কাহার নিকট আদৃত নহে ? মীমাংসা দ্বারাও ঐ নাম সানন্দে শ্রুত, বর্ণিত ও উদ্‌ঘোষিত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

দংষ্ট্রালদুষ্টভুজগব্রণমোহরাত্রি-
প্রত্যুষতূর্য্যনিনদৈরিব মন্ত্রবর্ণৈঃ।
যো জীবয়ন্ জগদশেষমভূদপূর্ব্বং
মৃত্যুঞ্জয়ো গরলকেলিষু নীলকণ্ঠঃ ॥

বিষদন্তযুক্ত ক্রূরভুজঙ্গগণের দংশনের ন্যায় দুষ্টব্যক্তিগণের দূষিত মত-প্রয়োগপ্রভাবে জগতে মোহরাত্রি (অজ্ঞানাবস্থা) উপস্থিত হইলে তিনি প্রাভাতিক তূর্য্যধ্বনিরূপ মন্ত্রবর্ণসমূহ দ্বারা সমগ্র জগতকে পুনর্জীবিত করিয়া অদ্ভুতরূপে গরলপানলীলায় মৃত্যুঞ্জয়কারী নীলকণ্ঠের তুল্য হইয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

রাঢ়ায়ামজলাসু জাঙ্গলপথগ্রামোপকণ্ঠস্থলী-
সীমাসু শ্রমমগ্নপান্থপরিঘপ্রাণাশয়প্রীণনঃ।
যেনাকারি জলাশয়ঃ পরিসরস্নাতাভিজাতাঙ্গনা-
বক্ত্রাব্জপ্রতিবিম্বমুগ্ধমধুপীশূন্যাব্জিনীকাননঃ ॥ ২৬ ॥

তিনি রাঢ়দেশের নির্জ্জন আতপপূর্ণ জাঙ্গলভূমিপথ ও গ্রামের উপকণ্ঠসীমায় শ্রান্ত পান্থগণের প্রাণতৃপ্তিকর ও প্রীতিজনক জলাশয়গুলি খনন করাইয়াছিলেন। ইহা-

দিগের পার্শ্বে স্নাতা সৎকুলাঙ্গনাগণের বদনকমলের প্রতি-বিম্ব দর্শনে ভ্রান্ত ভ্রমরীগণ সেই সকল জলাশয়ের পদ্মবন শূন্য করিয়া আকৃষ্ট হইত ॥ ২৬ ॥

তেনায়ং ভগবান্ ভবার্ণবসমুত্তারায় নারায়ণঃ
শৈলঃ সেতুরিব প্রসাধিতধরাপীঠঃ প্রতিষ্ঠাপিতঃ।
যঃ প্রাচীবদনেন্দুনীলতিলকো লীলাবতংসোৎপলঃ
ভূমের্ভূতলপারিজাতবিটপী সংকল্পসিদ্ধিপ্রদঃ ॥ ২৬ ॥

তিনি ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার প্রস্তরময় সেতুবৎ ধরার অলঙ্কারস্বরূপ নারায়ণের প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। সেই নারায়ণ পূর্ব্বদিগ্বধূর মুখচন্দ্রে অঙ্কিত নীলবর্ণ তিলক, লীলা-হেতু পরিহিত কর্ণভূষণপদ্ম এবং ভূতলে অভিলাষপূরক পারিজাতবৃক্ষের সদৃশ হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

তেন প্রাসাদ এব ত্রিপুরহরগিরিস্পর্দ্ধয়া বর্দ্ধিতশ্রীঃ
শ্রীমান্ শ্রীবৎসলক্ষ্মা হরিরিব বিহিতো বিস্ফুরচ্চক্রচিহ্নঃ।
জিত্বা যো বৈজয়ন্তং বিয়তি বিতনুতে বৈজয়ন্তীবিলাসান্
কৈলাসে নাভিলাষং কলয়তি গিরিশো যস্য সংলক্ষ্য লক্ষ্মীম্॥

তিনি (ভবদেব) এই প্রাসাদ ত্রিপুরারির নিবাস কৈলাস পর্ব্বতের সহিত প্রতিযোগিতায় বর্দ্ধিতশোভ, শ্রীবৎসলাঞ্ছন হরির ন্যায় কান্তিশালী এবং চক্রচিহ্নে পরিশোভিত করিয়া-ছিলেন। সেই প্রাসাদ ইন্দ্রপুরীকে পরাভূত করিয়া গগন-মার্গে বিজয়পতাকার শোভা বিস্তার করিতেছে এবং

ইহার সৌন্দর্য্যদর্শনে গিরিশও কৈলাসবাসের অভিলাষ করেন না ॥ ২৮ ॥

স্থবীবিশদ্বেশ্মনি তত্র বিষ্ণোঃ
স নির্ভরং গর্ভগুহান্তরেষু।
নারায়ণানন্তনৃসিংহমূর্ত্তি-
র্বিধাতৃবক্ত্রেম্বিব বেদবিদ্যা ॥ ২৯ ॥

তিনি এই প্রাসাদের অন্তর্গৃহসমূহে ব্রহ্মার বদনগুলিতে বেদত্রয়ীর সদৃশ বিষ্ণুর নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহ—এই মূর্ত্তিত্রয় সন্নিবিষ্ট করাইয়াছিলেন ॥২৯॥

এতস্মৈ হরিমেধসে বসুমতীবিশ্রান্তবিদ্যাধরী-
বিভ্রান্তিং দধতীঃ শতং স হি দদৌ শারঙ্গশাবীদৃশঃ।
দগ্ধস্যাগ্রদৃশা দৃশৈব দিশতীঃ কামস্য সঞ্জীবনং
কারাঃ কামিজনস্য সঙ্গমগৃহং সংগীতকেলিশ্রিয়াঃ ॥৩০॥

তিনি এই শ্রীহরির পরিচর্য্যার্থ ধরায় বিশ্রামের নিমিত্ত অবতীর্ণ অপ্সরোগণের সদৃশ শতসংখ্যক মৃগলোচনা ললনা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা কটাক্ষদ্বারা হরকোপানল-দগ্ধ মদনের পুনর্জীবন-দানে সমর্থ, কামিকুলের কারাগৃহের তুল্য এবং সঙ্গীতক্রীড়ার মিলনভূমিসদৃশ ॥৩০॥

প্রাসাদাগ্রে স খলু জগতঃ পুণ্যপণ্যৈকবীথীং
চক্রে বাপীং মরকতমণিস্বচ্ছসুচ্ছায়তোয়াম্।
মধ্যে বারিপ্রতিকৃতিমিশাদ্দর্শয়ন্তীব তাদৃক্
বিষ্ণোর্ধামাদ্ভুতমহিকুলস্যাধিবং যা চকাসে ॥ ৩১॥

তিনি সেই প্রাসাদের সম্মুখভাগে পার্থিব পুণ্যরাশির একমাত্র বিপণিসদৃশ সরোবরকে মরকতমণিতুল্য স্বচ্ছ এবং মনোহর ছায়াশালী জলে পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই জলাশয় স্বীয়জলে পতিত প্রাসাদের প্রতিবিম্বচ্ছলে পাতালবাসী নাগদিগকে বিষ্ণুর অনুরূপ অদ্ভুত ধাম প্রদর্শন করাইয়া সমধিক শোভা ধারণ করিত ॥৩১॥

ব্যধিতবিবুধধাম্নঃ সীম্নি সংসারসারং
স খলু নিখিলনেত্রানন্দনিস্যন্দপাত্রম্।
ত্রিভুবনজয়খিন্নানঙ্গবিশ্রামধাম
প্রথিতরতিবিভাবস্থানমুদ্যানরত্নম্ ॥৩২॥

তিনি দেবপ্রাসাদের প্রান্তভাগে সংসারের সার, সকল লোচনের আনন্দাধার, ত্রিভুবন-বিজয়ে পরিশ্রান্ত অনঙ্গের বিশ্রামভূমি, বিশালরতির উদ্দীপনস্থল একটী উদ্যানরত্ন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ॥৩২॥

তস্যৈব প্রিয়সুহৃদা দ্বিজাগ্রিমেণ
শ্রীবাচস্পতি-কবিনা কৃতা প্রশস্তিঃ।
আকল্পং শুচিসদনে সুমূর্ত্তিকীর্ত্তি-
রধ্যাস্তাং জঘনমিয়ং সুবর্ণকাঞ্চী ॥৩৩॥

সেই ভবদেবের প্রিয়সুহৃদ্ বিপ্রবর শ্রীবাচস্পতি নামক কবিকর্ত্তৃক এই প্রশস্তি বিরচিত হইয়াছে। তাঁহার মনোহরাকৃতি কীর্ত্তি এই পবিত্র প্রাসাদের জঘনদেশে কাঞ্চীর ন্যায় কল্পকালের শেষ পর্য্যন্ত বাস করুন ॥৩৩॥

প্রশস্তিরিয়ং বালবলভীভুজঙ্গা-

পরনাম্নো ভট্টশ্রীভবদেবস্য ॥৩৪॥

ঐ প্রশস্তি "বালবলভীভুজঙ্গ" আখ্যাধারী শ্রীভবদেব ভট্টসম্বন্ধীয় ॥৩৪॥

অষ্টম প্রসঙ্গ

একাম্রকক্ষেত্র-দর্শন-ক্রম

'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়' চতুর্থ অধ্যায়ে একাম্রকক্ষেত্র-দর্শনের ক্রম এইরূপভাবে লিখিত আছে—

"আদৌ বিন্দুহ্রদে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্।

দেবীপদহরাং দৃষ্ট্বা ততস্তীর্থেশ্বরং ব্রজেৎ॥"

প্রথমে বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমকে দর্শন করিবে, তৎপরে পদহরা দেবীকে দর্শন পূর্ব্বক তীর্থেশ্বরে গমন করিবে। ক্রমে শ্রীভুবনেশ্বর-মন্দিরের সিংহদ্বারে নমস্কার ও মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিষ্ণুর পীঠাবরণ-দেবতা গণেশ, দুর্গা, কার্ত্তিক, বৃষ, গণ, চণ্ড, কল্পবৃক্ষ ও সাবিত্রী—এই অষ্টমূর্ত্তিকে দর্শন করিবে। ফলাকাঙ্ক্ষিব্যক্তিগণের প্ররোচনার জন্য লিখিত হইয়াছে যে, ঐ সকল মূর্ত্তি দর্শন করিলে সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে ঐ নিয়মে

দর্শন করিলে অপুনর্ভব-মুক্তি লাভ হয়। গরুড়, শ্রীহরি, পাদহরা, তীর্থেশ্বর, গণেশ এবং গোপালিনীর স্তব ও পূজাদি করিবে। তদনন্তর কার্ত্তিক, বৃষভ, চণ্ডেশ্বর, কল্পতরু ও সাবিত্রীর পূজা এবং তাঁহাদের নিকট বিষ্ণুভক্তি প্রার্থনা করিবে। অনন্তর শ্রীভুবনেশ্বরের নিকট গিয়া স্তব, প্রদক্ষিণ, প্রণাম ও পূজা করিবে। শ্রীভুবনেশ্বরের বন্দনা ও পূজায় বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। প্রণামকালে হস্তপদে যতসংখ্যক রেণু লগ্ন হয়, তত সহস্র বৎসর অর্থাৎ অনন্তকাল বিষ্ণু-লোকে বিষ্ণুসেবা-প্রাপ্তি ঘটে।

শ্রীভুবনেশ্বর-দর্শনের ফলশ্রুতি

ফলকাঙ্ক্ষিগণের জন্য আরও লিখিত হইয়াছে যে, ফলমূলাদি আহারকারী বা দ্বাদশমাস-উপবাসী, সংযমী, একান্তী, আসক্তিশূন্য, দৈবপরিমাণে শতবর্ষব্যাপী হরিধ্যান-পরায়ণ মুনিগণ যে গতি প্রাপ্ত হন, ভুবনেশ্বর-দর্শনে তৎক্ষণাৎ সেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে। বেদান্তে এই বাসুদেবাভিন্ন-বিগ্রহ ভুবনেশ্বর-লিঙ্গ 'পরব্রহ্ম' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ এই ভুবনেশ্বরকে ভগবদভিন্নবিগ্রহরূপে দর্শন করেন ; কেহ কেহ 'গোপালনী শক্তি' বলিয়া বর্ণন করেন। ঋগ্বেদান্তর্গত কল্পশাখায় এইমন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে ;—

যদেকচূতে বিপিনে সোম ইদং হ বা হ বা ব্রহ্মলিঙ্গং পুরাণং।
সিতাসিতারুণনাদস্বরূপং তদালোক্যামৃতমাপ্ন হি ॥

এই ভুবনেশ্বর লিঙ্গদর্শনে অমৃত অর্থাৎ স্বরূপাবস্থান ও ভগবৎসেবাপ্রাপ্তি ঘটে। দেবতাগণ এই ভুবনেশ্বর লিঙ্গের ধূপকাল-দর্শনার্থ নিত্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীভুবনেশ্বরের আরাত্রিক-কালে শঙ্খ, ডিণ্ডিম, মুরজাদি ধ্বনি শ্রবণ করেন, তাঁহাদের মুক্তি করতলগতা।

শ্রীভুবনেশ্বর-পূজাধিকার

ঋষিগণ শ্রীব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—'স্ত্রীশূদ্রাদির শ্রীভুবনেশ্বর-স্পর্শাধিকার আছে কি?' তদুত্তরে শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছিলেন,—পুরুষোত্তমক্ষেত্রে দয়িতাগণ, কাশীতে লিঙ্গগণ ও একাম্রকতীর্থে শবরগণ বাহ্যদৃষ্টিতে শূদ্র বিবেচিত হইলেও তাঁহাদের স্পর্শাধিকার আছে। যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, তাঁহারা যে কোন কুলে অবতীর্ণ হউন না কেন, তাঁহারা তত্তৎজাতিসামান্যে দ্রষ্টব্য নহেন। বিষ্ণুভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, সহস্রযাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্ত-শাস্ত্রবিৎ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ কোটিব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণু-ভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবের প্রদত্ত বস্তুই শ্রীভুবনেশ্বর গ্রহণ করেন, বৈষ্ণবের স্পর্শই বাঞ্ছা করেন। বৈষ্ণবের পূজাই বৈধী পূজা বলিয়া তিনি বৈষ্ণবের হস্তস্থিত নৈবেদ্যাদি সাদরে বরণ করেন। অবৈষ্ণবগণ তাঁহার যে পূজা-বন্দনার অভিনয় করেন, তাহা অবৈধ পূজা;—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

বৈষ্ণবগণ শ্রীভুবনেশ্বরের সহিত বাসুদেবের অভেদ দৃষ্টি তৎপ্রিয়তমত্বরূপেই বিচার করেন। প্রচেতোগণ এই ভাবেই ভুবনেশ্বর শম্ভুর সেবা করিয়াছিলেন।

শ্রীভুবনেশ্বরের অর্চ্চন-মন্ত্র

নিম্নোদ্ধৃত বৈদিক মন্ত্রে শ্রীভুবনেশ্বরের বন্দনা ও পূজা করিতে হয়। ঋগ্বেদান্তর্গত মন্ত্র যথা—

"মিলহষ্টমঃ শিবতমঃ শিবোনঃ সুমনা ভব।
পরমে বৃক্ষ আয়ুধং নিধায় কৃত্তিং বসান
আচর পিনাকং বিভ্রদাগহি॥

সামবেদোক্ত মন্ত্র ;—

ওঁ চিঁ ওঁ চিঁ ওঁ ওঁ চিঁ ওঁ হৌঁ হো অহো ইড়া।

অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র— ;

হো দেবং ত্রিভুবনেশ্বরম্।
যো বৈ রুদ্রঃ স ভগবান্ যশ্চ সর্ব্বং তস্মৈ নমো বঃ।

অর্চ্চন-বিধি

ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা শ্রীভুবনেশ্বর লিঙ্গের স্নান করাইবে। চন্দন, কুঙ্কুমলেপন, বিল্বার্ক-কমলাদি-পুষ্প দ্বারা নৈবেদ্য ও বস্ত্রাদি-উপহারসহ পূজা, দণ্ডবৎপ্রণিপাত, নৃত্য-গীতাদি ও জয়নাদ-প্রদক্ষিণাদি-দ্বারা অর্চ্চন করাই বিধি। এইরূপ অর্চ্চনে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি ঘটে।

নবম প্রসঙ্গ

শ্রীভুবনেশ্বরের প্রসাদ-মাহাত্ম্য

'স্বর্ণাদ্রিমহোদয়' ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে মহাদেব বলিতে-ছেন ;—"হে ব্রহ্মন্, একাম্রক-কাননে দেবতাগণের সহিত উপস্থিত হইয়া দিব্যবস্তুসমূহের দ্বারা সযত্নে সেই পুরাণ-লিঙ্গের অর্চ্চন করিবে এবং অর্চ্চনান্তে শ্রদ্ধার সহিত সেই প্রসাদ-নির্ম্মাল্য ভোজন করিবে।"

মহাদেবের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে মহেশ্বর, আমরা তোমার মাহাত্ম্য জানি না। মুনিগণ কিন্তু লিঙ্গ-নির্ম্মাল্য 'অভক্ষ্য' বলিয়া থাকেন, অতএব সেই নৈবেদ্য কিরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে ?"

ব্যাস বলিলেন,—"লিঙ্গ-নির্ম্মাল্য অভক্ষ্য বটে ; কিন্তু শ্রীভুবনেশ্বর লিঙ্গ নহেন ; ইনি সনাতন ব্রহ্ম। শিব-নির্ম্মাল্য-দূষণ বাক্যগুলি ভুবনেশ্বরে প্রযোজ্য নহে। দেবগণ ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য এই ভুবনেশ্বর-নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। ভুবনেশ্বরে অর্পিত অন্ন ব্রহ্মবুদ্ধিতে সেবন করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অধম জাতিও ভুবনেশ্বরের প্রসাদে পংক্তিভেদ করিবে না, অন্যথা নিশ্চয়ই নরকে যাইবে। ভুবনেশ্বরের প্রসাদ

প্রাপ্তিমাত্রেই ভোজন করিবে ; ইহাতে কোনও স্পর্শ-দোষ হয় না। দেবতা, পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণকে এই প্রসাদ দান করিবে। কুরুক্ষেত্রে চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে মহাদানে যে ফল লাভ হয়, ভুবনেশ্বরের উচ্ছিষ্ট অন্নদানে সেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে। শুষ্ক, পর্য্যুসিত, দূরদেশাহৃত ভুবনেশ্বর-প্রসাদ-সেবনেও অনর্থমুক্তি ঘটে। ভুবনেশ্বর-প্রসাদ-সেবনে বিষ্ণুর দর্শন, পূজন, ধ্যান, শ্রবণাদির ফল উৎপন্ন হয়। অমৃতভক্ষণে বরং পুনর্জ্জন্ম সম্ভব, কিন্তু ভুবনেশ্বর-নির্ম্মাল্য-সেবনে পুনর্জ্জন্ম হয় না। ভুবনেশ্বরের নির্ম্মাল্য——দর্শনে কামদ, শিরে ধারণে পাপঘ্ন, ভক্ষণে অমেধ্য-ভোজন-দোষের নিবারক, আঘ্রাণে মানসপাপনিষেধক, দর্শনে দৃষ্টিজ পাপনাশক, গাত্রলেপে শারীরপাপবিনাশক, আকণ্ঠভোজনে নিরম্বু একাদশীব্রতপালনের ফলদায়ক এবং সর্ব্বতো-ভাবে সেবায় বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়ক।

পুনর্ব্বার ঋষিগণের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যাস বলিলেন,—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছিলেন,—মানুষের কথা কি, ব্রহ্মাদি-দেবতাগণ নরদেহ ধারণপূর্ব্বক ভিক্ষুরূপে ভুবনেশ-নির্ম্মাল্য যাচ্ঞা করেন। ভুবনেশ-নির্ম্মাল্য-ভক্ষণে শৌচাশৌচবিচার, কালনিয়মাদি বিচার কিছুই নাই। অত্যন্ত নীচ ব্যক্তির দ্বারাও ভুবনেশের প্রসাদ স্পৃষ্ট হইলে সেই প্রসাদগ্রহণে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি ঘটে। যাহারা ভুবনেশ্বরের প্রসাদনির্ম্মাল্যকে লিঙ্গনির্ম্মাল্য-

সামান্যে বিচার করিয়া তাহার নিন্দা করে, তাহারা নরকগামী হয়। ভুবনেশ্বরের নৈবেদ্যের পাচিকা—স্বয়ং বৈষ্ণবীশ্রেষ্ঠা গৌরী এবং ভোক্তা—সনাতন ব্রহ্ম; সুতরাং ইহাতে স্পর্শদোষের বিচার নাই। ইহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবৎ জানিবে। শ্রীঅনন্তবাসুদেবের উচ্ছিষ্ট—ভুবনেশ-মহামহা-প্রসাদ-নির্ম্মাল্য কুকুরের মুখভ্রষ্ট এবং অমেধ্যস্থানগত হইলেও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণেরও ভোজনীয়। বৈকুণ্ঠ-লিঙ্গরাজান্নভোজনে ব্রহ্মেন্দ্রাদির অপ্রাপ্য শ্রীবিষ্ণুর অনাময়পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই অন্নভোজককে যাহারা নিন্দা করে, তাহারা যতকাল চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, ততকাল নরকবাস করিবে। স্নাত বা অস্নাত অবস্থায় প্রাপ্তিমাত্র ভুবনেশ্বরের মহাপ্রসাদ-সেবনে বাহ্যাভ্যন্তর পবিত্র হয়। শ্রীঅনন্তবাসুদেবের উচ্ছিষ্টের উচ্ছিষ্টস্বরূপ এই মহামহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য অনন্তদেবও সহস্রবদনে বর্ণন করিতে পারেন না। এই প্রসাদ-মাহাত্ম্য-শ্রবণে ভুবনেশ প্রসন্ন হন; ভুবনেশ প্রসন্ন হইলে গোবিন্দও প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

দশম প্রসঙ্গ

প্রাকারান্তর্গত দেবগণ

আম্রমূলস্থ পশ্চিমাভিমুখে 'একাম্রক'-নামক শিব বিরাজমান। উত্তরদিকে একাদশলক্ষ-লিঙ্গাধিপ 'উগ্রেশ্বর' শিবলিঙ্গ, তৎপরে অগ্রভাগে 'বিশ্বেশ্বর'-লিঙ্গ। গণনাথের পশ্চিমে নন্দী ও মহাকাল। ইঁহারা দুইজন চিত্রগুপ্ত কর্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন; এইজন্য 'চিত্রগুপ্তেশ' নামে বিখ্যাত। তন্নিকটে 'শবরেশ্বর' লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। নৈর্ঋত কোণে নবলক্ষাধিপ লড্ডুকেশ্বর শিব, তৎসমীপেই শক্রেশ্বর শিব বিরাজিত।

একাদশ প্রসঙ্গ

অষ্টায়তন

প্রথমায়তনে বিন্দুসরোবর, শ্রীঅনন্তবাসুদেব, পুরুষোত্তম, পাপহরা, তীর্থেশ্বর ও অষ্টমূর্ত্তিযুক্ত ভুবনেশ্বর।

দ্বিতীয় আয়তনে কপিলকুণ্ড, পবনাশন-কুণ্ড, মৈত্রেশ ও বারুণেশ। তদনন্তর পাপনাশন তীর্থ। এই

পাপনাশন-তীর্থ সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা শ্রুত হয়। পুরাকালে কাশীতে 'বরুণ' নামে এক রাজা বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল মিত্রা। মিত্রা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী হইয়াও বানরীমুখা ছিলেন। কিন্তু তিনি খুব দানশীলা ছিলেন। রাজপত্নী মিত্রার দানশীলতা উৎকলপ্রদেশে বিজ্ঞাপিত হইলে ভুবনেশ্বরবাসী কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারপালকে রাজপত্নীর সমীপে প্রেরণ করিলেন। মিত্রা ভুবনেশ্বরবাসী বিপ্রকে সমাগত দেখিয়া সখীগণের সহিত ব্রাহ্মণসমীপে আসিয়া বলিলেন,—"আপনি ভুবনেশ্বরে অষ্টায়তন-মধ্যে বায়ুকোণে পাপনাশন-তীর্থের বিষয় অবগত আছেন। পুরাকালে সুজ্যোতিঃ নামক এক তাপস বহুকাল শ্রীভুবনেশ্বরের তপস্যা করেন। তপস্যায় ভুবনেশ প্রসন্ন হইলে 'তপস্যাস্থল তীর্থে পরিণত হউক'—তাপসকে এই বর প্রদান করেন। সেই বরানুযায়ী তথায় অতি পবিত্র-সলিলা 'পাপনাশিনী' নাম্নী একটী সরসীর উদ্ভব হয়। আপনি তথায় গমনপূর্ব্বক এক বংশ-বৃক্ষে বানরমুখ দর্শন করিয়া তাহা হ্রদে পাতিত করিবেন এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া আমাকে দর্শন দান করিবেন। পাঁচখানি গ্রাম, পাঁচটী হস্তী, চতুর্দ্দশসংখ্যক অশ্ব এবং অন্যান্য বসনাদি গ্রহণপূর্ব্বক আপনি তথায় অভিযান করুন।" ভুবনেশ্বরবাসী দ্বিজ তদনুসারে কার্য্য করিলে রাজ্ঞীর মুখ মানবীতুল্য হইল।

রাজা রাজ্ঞীকে ঐরূপ দেখিতে পাইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজ্ঞী বলিলেন,—আমি পূর্ব্বজন্মে একাম্রক ক্ষেত্রে গন্ধবতীর তটে পরম পাবন পাপনাশন-তীর্থের তীরবর্ত্তী বৃক্ষে বানরী হইয়া অবস্থান করিতেছিলাম। এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফপ্রদানকালে আমার মস্তক কণ্টক-বিদ্ধ হয়। কালান্তরে আমার দেহ পাপনাশন-তীর্থে পতিত হইলে তৎপ্রভাবে রাজকুলে আমার জন্ম হয়; তৎফলেই আপনার পত্নী হইয়াছি। ইহা শ্রবণপূর্ব্বক রাজা পত্নীর সহিত চতুরঙ্গবলসমন্বিত হইয়া 'পাপনাশন'-তীর্থ দর্শন করিতে গমন করেন এবং তাহাতে স্নানান্তে 'মৈত্রেশ' ও 'বরুণেশ' নামক শিবলিঙ্গদ্বয় স্থাপন করেন।

ঐ পাপনাশন কুণ্ডের দক্ষিণভাগে "ঈশানেশ্বর" নামক শিব বিরাজিত। তাহার বায়ুকোণে 'যমেশ্বর' লিঙ্গ অবস্থিত।

তৃতীয় আয়তনে 'গঙ্গেশ্বর' লিঙ্গ বিরাজমান। পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ ঈশান-কোণে শতধনু দূরে গঙ্গা-যমুনা প্রবাহিতা। সত্যযুগে গঙ্গা ও যমুনা ভুবনেশ্বরকে দেখিতে অভিলাষ করিয়া ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হন এবং চতুর্ব্বেদ-মন্ত্র দ্বারা ভুবনেশ্বরের স্তব করিতে থাকেন; ভুবনেশ্বর তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা একাম্রক ক্ষেত্রে নিত্য বাসের অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। শ্রীভুবনেশ্বর গঙ্গা ও

যমুনাকে অগ্নিকোণে পৃষ্ঠভাগে স্থান প্রদান করিলেন। ঐ দুই তীর্থে স্নান দ্বারা গঙ্গা ও যমুনা-স্নানের ফলস্বরূপ বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। এই তৃতীয় আয়তনে 'দেবীপদ'-তীর্থও বিরাজিত। দেবীপদ-তীর্থ সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যায়িকা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পার্ব্বতীদেবী 'কৃত্তি' ও 'বাস' নামক অসুরদ্বয়কে বধ করিয়া যে উত্তম হ্রদ নির্ম্মাণ করেন, তাহাই 'দেবীপদ'-তীর্থ নামে বিখ্যাত হয়। ফাল্গুনের শুক্লাষ্টমীতে ঐ দেবীপদতীর্থে স্নান করিয়া গোপালিনীর অর্চ্চনা করিলে অভীষ্ট লাভ হয়। ঐ তীর্থের অগ্নিকোণে বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীলক্ষ্মীদেবী যে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা 'লক্ষ্মীশ্বর' নামে বিখ্যাত।

চতুর্থায়তনে 'কোটীতীর্থ' ও 'কোটীশ্বর' বিরাজিত। দেবতাগণ ভুবনেশ্বরে আসিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিতে উদ্যোগ করিলে শ্রীভুবনেশ্বর আকাশবাণী-মধ্যে তাঁহাদিগকে ঈশান-কোণে যজ্ঞ করিতে আদেশ দিলেন। দেবতাগণ তদনুসারে সেই স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া যথাবিধি প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞ, হোম, স্তব প্রভৃতি করিলে ভুবনেশ প্রসন্ন হইয়া বরদানে উদ্যত হইলেন। তখন দেবগণ 'যজ্ঞকুণ্ড তীর্থে পরিণত হউক'—এইরূপ প্রার্থনা করিয়া অভীষ্ট লাভ করিলেন। ইহাই 'কোটীতীর্থ' নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই কোটীতীর্থে স্নানাদি করিলে পরমা গতি লাভ হয়। চতুর্থায়তনে 'স্বর্ণজলেশ্বর' নামক শিবলিঙ্গ বিরাজিত।

বিন্দুতীর্থের ঈশানকোণে ৭০ ধনু অন্তরে স্বর্ণজলেশ্বরলিঙ্গ। সেই লিঙ্গের নিকটে মহেশের স্নানার্থ জলাধার কুণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। সেই কুণ্ডে 'সুবর্ণেশ্বর' বিরাজিত।

ভুবনেশ্বরের ঈশানকোণে শতধনু দূরে পঞ্চাশৎ ধনু বিস্তৃত সুরেশ্বর তীর্থ। তথায় 'সুরেশ্বর' মহাদেব বিরাজমান। ইঁহার নিকটেই 'সিদ্ধেশ্বর', 'মুক্তেশ্বর,' 'স্বর্ণজলেশ্বর', 'পরমেশ্বর', 'আম্রাতকেশ্বর', 'ব্রহ্মেশ্বর', 'মেঘেশ্বর', 'কেদারেশ্বর', 'চক্রেশ্বর', 'বিশ্বেশ্বর' ও 'কপিলেশ্বর'। ইঁহাদের অর্চ্চন করিলে বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। সিদ্ধেশ্বরের অগ্নিকোণে দক্ষিণমুখ শিব 'কেদারেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ। সিদ্ধেশ্বরের পূর্ব্বদিকে 'চক্রেশ্বর' নামক শিব, তদনন্তর 'যজ্ঞেশ্বর' বা 'ইন্দ্রেশ্বর' শিব।

দেবতাগণ বিষ্ণুভক্তি সহকারে লিঙ্গ পূজা করিয়া বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন। তাহাতে ভুবনেশ প্রসন্ন হইয়া ঐ লিঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়তম শিবের সান্নিধ্য ও বিষ্ণুসেবায় সিদ্ধিদান হেতু লিঙ্গের নাম 'সিদ্ধেশ্বর' হইবে, এই বর প্রদান করেন। এই 'সিদ্ধেশ্বর' লিঙ্গের দুইশত ধনু দূরে সিদ্ধিদায়ক 'সিদ্ধাশ্রম' রহিয়াছে। তন্নিকটে 'মুক্তেশ্বর' শিব প্রতিষ্ঠিত। মুক্তেশ্বরের সমীপে 'সিদ্ধকুণ্ড', দক্ষিণে 'পুণ্যকুণ্ড'। সিদ্ধেশ্বরের দক্ষিণে কেদারদেব। তৎপার্শ্বে গৌরীদেবী। নিকটে 'গৌরীকুণ্ড' বিরাজিত। হিমালয় ঐ লিঙ্গের পূজা করায় উহার

নাম 'হেমকেদার' হইয়াছে। ঐ লিঙ্গের পশ্চিমে, দক্ষিণে ও উত্তরে তেজোময় জলধারা নির্গত হইয়া থাকে। আশ্বিনের কৃষ্ণনবমীতে গৌরীকুণ্ডে স্নানের বিশেষ ফলশ্রুতি আছে। উক্ত স্বয়ম্ভু-লিঙ্গের সম্মুখে ভবপীঠ। তথায় ত্রয়োদশ দিন মন্ত্রজপে মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ইহার নিকটে 'শান্তিশিব', 'শান্তশিব' এবং 'দৈত্যেশ্বর' নামে তিনটী রুদ্রলিঙ্গ মরুদ্‌গণের দ্বারা পূজিত হন। হিরণ্যকশিপুর নিকট আকাশবাণী হইয়াছিল,—'সিদ্ধেশ্বরের নিকটে পশ্চিমভাগে দৈত্যপূজিত 'দৈত্যেশ্বর' শিবের পূজা কর।' সিদ্ধেশ্বরের পূর্ব্বভাগে ইন্দ্র-পূজিত ইন্দ্রেশ্বর।

পঞ্চমায়তনে ব্রহ্মযজ্ঞ হইতে আবির্ভূত 'ব্রহ্মেশ্বর' লিঙ্গ ও 'ব্রহ্মকুণ্ড'। ব্রহ্মা এই স্থানে আসিয়া ভুবনেশকে দেখিতে না পাইয়া ভুবনেশ্বরের ধ্যান করিতে থাকেন। ভুবনেশ্বর ব্রহ্মার ধ্যানমধ্যে আবির্ভূত হইয়া বলেন,—'ব্রহ্মন্, ১১২০ ধনু দূরে পূর্ব্বদিকে ঈশানকোণে আমার মন্দির নির্ম্মাণ কর; আমি স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া তোমার পূজা গ্রহণ করিব। তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া আমি সর্ব্বদা এখানে থাকিব।' পুরাকালে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আরাধিত হওয়ায় মহাদেব 'ব্রহ্মেশ্বর' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। কৃত্তিবাসের ১১০ ধনু অন্তরে ঈশানকোণে (কিছু অগ্নিকোণে) 'গোকর্ণেশ্বর'। 'সুষেণ' ও

গোকর্ণাসুর' এই লিঙ্গের পূজা করিতেন। তৎসমীপেই 'উৎপলেশ্বর' ও 'আম্রাতকেশ্বর' লিঙ্গ।

ষষ্ঠায়তনে 'মেঘেশ্বর' লিঙ্গ বিরাজিত। কল্পবৃক্ষের ঈশানভাগে ১৭০০ ধনু দূরে লিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক মেঘগণ শিবপূজা করিয়াছিল বলিয়া এই লিঙ্গ "মেঘেশ্বর" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইঁহার পশ্চিমে কিছু বায়ুকোণে ভাস্করপূজিত 'ভাস্করেশ্বর' লিঙ্গ। ১৫০০ ধনু দূরে মহাদেব ও সূর্য্য নিত্য সন্নিহিত আছেন। ইহার পশ্চিমে ৮০০ ধনু অন্তরে 'কপালমোচন' শিব।

সপ্তমায়তনে অলাবুতীর্থ। ইন্দ্রের সখা জনৈক বিপ্র সহস্র দৈববর্ষব্যাপী তপস্যাচরণ করিলে ভুবনেশ প্রসন্ন হইয়া 'উক্ত বিপ্রের ভিক্ষাপাত্র ও জলাধার (অলাবু) তীর্থে পরিণত হউক',—এইরূপ বর প্রদান করিলেন। অলাবু হস্তদ্বারা স্পর্শ করায় তাহা দিব্য হ্রদে পরিণত হইল। তাহার দক্ষিণ ভাগে 'ঔত্তরেশ'। কেদারের পশ্চিমে ঔত্তরেশ্বর—ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, কপালে চন্দ্রলেখা, ত্রিলোচন, গ্রহনক্ষত্রমালাযুক্ত, চিতাভস্মভূষণ, সর্পশোভিত গাত্র, বিকট বদন, দিগ্বসন। সন্নিকটে মাংসশোণিতপ্রিয়া, মদোন্মত্তা কোটরাক্ষা, বিরূপলোচনা, তূর্য্যগীতপ্রদায়কা তিনটী যোগিনী অবস্থিতা। বশিষ্ঠ ও বামদেব এই স্থানে বাস করেন, এইরূপ শ্রুত হয়। ইহার নিকটে 'ভীমেশ' নামক লিঙ্গ বিরাজিত আছেন, তিনি সকলের ভয় হরণ করেন।

অষ্টমায়তনে "অশোক ঝর" নামক রামকুণ্ড অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে উদ্ভূত। এইস্থানে রামেশ্বর, সীতেশ্বর, হনুমদীশ্বর, লক্ষ্মণেশ্বর, ভরতেশ্বর, শত্রুঘ্নেশ্বর, লবেশ্বর, গোসহস্রেশ্বর প্রভৃতি লিঙ্গ বিরাজিত।

দ্বাদশ প্রসঙ্গ

ভগবান্ বিষ্ণুই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর

অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিসকল মহাদেবের ঐ সকল নাম শ্রবণ করিয়া মনে করেন এবং কোন কোন পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতে বিচার করেন, শিব—রামাদি বিষ্ণুতত্ত্ব এবং সীতাদি লক্ষ্মীরও পূজিত ঈশ্বর। সুতরাং রুদ্রই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর, বিষ্ণুদেবতা পরমেশ্বর রুদ্রের অধীন। কেহ কেহ বা বিষ্ণুকে রুদ্রের সহিত সমান বা রুদ্রেরই নামান্তর বিবেচনা করিয়া অতাত্ত্বিক সমন্বয়বাদের আবাহন করেন। কিন্তু নিখিল শ্রৌতশাস্ত্র ও যুক্তি তাহা নিরাস করিয়াছেন।

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনাভিজানাতি স পাষণ্ডীভবেদ্ধ্রুবম্॥

যে ব্যক্তি শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মা-রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সহিত সমান মনে করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, ঐরূপ বাক্য বিষ্ণুমাহাত্ম্য-পর শাস্ত্রের, আবার শিবমাহাত্ম্যপর শাস্ত্রেও বৈষ্ণবগণের প্রতি ঐরূপ বচন আছে।

নিরপেক্ষশাস্ত্রবিচার বলেন,—'আয়ুষ্মন্, ইহাতে তোমার অজ্ঞতাই অপরাধী।' ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত ও সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত যে, তমঃ হইতে রজঃ শ্রেষ্ঠ; রজঃ হইতে সত্ত্ব শ্রেষ্ঠ, আবার মিশ্রসত্ত্ব হইতে নির্গুণ শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবতাদি নির্গুণ শাস্ত্রে বিষ্ণুরই পরমেশ্বরত্ব বাখ্যাত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রমাণচূড়ামণি নির্গুণ-শাস্ত্রের প্রামাণিকতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে।

সাত্ত্বিক পুরাণের শ্রেষ্ঠতা

সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ।
রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ॥
তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ।
সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে॥

(মৎস্যপুরাণবাক্য)

সাত্ত্বিক পুরাণাদি-শাস্ত্রে শ্রীহরির মহিমাই অধিক বর্ণিত হইয়াছে। রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার মহিমাধিক্য এবং তামসিক পুরাণে ব্রহ্মার ন্যায় অগ্নি, শিব ও দুর্গার মহিমা অধিকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমো-মিশ্র বিবিধ শাস্ত্রে সরস্বতী প্রভৃতি নানা দেবতার মহিমা তথা পিতৃলোকের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিপরীত মতবাদ

যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে মহাভারতের অন্তর্গত ঔপমন্যব্যাখ্যানে যে লিখিত আছে,—শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববতীর পুত্রের জন্য তপস্যাদ্বারা রুদ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন এবং রুদ্রের অঙ্গ হইতেই বিষ্ণুর সহিত সকল দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্তের সঙ্গতি কোথায় ?

মতবাদ-নিরাস

যাঁহারা শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহাদের বিচার অতীব স্থূল। কেন না, শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, রুদ্র বাণরাজার যুদ্ধে ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া তাঁহাকেই মূলদেবতা ও পরমেশ্বর বলিয়া স্তব করিয়াছিলেন এবং মোহিনীমূর্ত্তি-দর্শনে মোহিত, বৃকাসুরের হস্ত হইতে রক্ষিত ও ব্রহ্মহত্যার পাতক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তবে যে বিষ্ণু কোন কোন স্থলে রুদ্রের পূজাদি-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, শাস্ত্রে তাহার তাৎপর্য্য লিখিত আছে—

তস্মাৎ স্বেতরেষু সর্ব্বেষু সকামেষু রুদ্রোপাসনাস্থেয়ে স্বকীয়স্য তস্য তথারাধনং খ্যাপয়ংস্তদন্তর্যামিনমাত্মনমসৌ সংকরোতীতি মন্তব্যম্। "অহমাত্মা হি লোকানাং বিশ্বেষাং পাণ্ডুনন্দন। তস্মাদাত্মানমেবাগ্রে রুদ্রং সংপূজয়াম্যহম্। ময়া কৃতং প্রমাণং হি লোকঃ সমনুবর্ত্ততে। প্রমাণানি হি

পূজ্যানি তত্তত্তং পূজয়াম্যহম্। ন হি বিষ্ণুঃ প্রণমতি কস্মৈচিদ্বিবুধায় চ। অত আত্মানমেবেতি ততো রুদ্রং ভজাম্যহম্"ইতি নারায়ণীয়ে ভগবদ্বাক্যাদেব। অত্র বিশেষঃ- মন্তর্য্যাম্যহমতস্তপ্তায়ঃ পিণ্ডবদবিবিক্তং রুদ্রাবেশিনং মদংশমহং পূজামি। 'রুদ্রাদয়ো দেবাঃ পূজ্যা' ইতি প্রমাণং ময়া কৃতং তদন্যথা ব্যাকুপ্যেত্তদর্থমহং তান্ পূজয়ামি স্বোৎকৃষ্টস্যাভাবাদেব তদ্বুদ্ধ্যাহং ন কিঞ্চিদ্ভজামি কিন্তু তাদৃশং মদংশমহং ভজামীতি বিস্ফুটম্। ব্রহ্মরুদ্রাদি- সর্ব্বান্তর্যামী বিষ্ণুরিতি তত্রৈব রুদ্রং প্রত্যুক্তং ব্রহ্মণা—,

"তবান্তরাত্মা মম চ যে চান্যে দেহিসংস্থিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ ॥"

ঔপমন্যবব্যাখ্যানে তু বিশেষেণৈব প্রশ্নোত্তরয়োঃ সত্বাত্তত্র তাৎপর্য্যান্তরং কল্পনীয়ম্। তচ্চ দর্শিতমেব। ইতরথা সমুদ্রস্যাপীশ্বরতাপত্তিঃ। শ্রীরামেণ তৎপূজায়া বিধানাৎ। এবং ক্বচিদ্ভগবৎপার্ষদানাং দৈবতান্তরারাধনমপি তদারাধ্যতা- ব্যাখ্যাপনার্থং লীলারূপমেব ন হি তৎসিদ্ধান্তকক্ষামারো- ক্ষ্যতি। সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুশ্চৌরেষু মিলিতো রাজেব জগৎ- কার্য্যায় দেবেষু প্রবিষ্টস্তস্য স্বেচ্ছাভিব্যক্তির্জন্মেত্যভিধীয়তে।

সকাম ব্যক্তিগণের ক্রম মঙ্গলের জন্য নিজাংশ রুদ্রের পূজা-প্রচারার্থ বিষ্ণুর রুদ্রপূজালীলা

নিজ নিষ্কপট ভক্ত ব্যতীত ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকামী কৈতবযুক্ত জীবসকলের পক্ষে রুদ্রোপাসনা-প্রচারার্থ ভগবান

বিষ্ণু স্বকীয় রুদ্রের তদ্রূপ আরাধনার অভিনয় প্রদর্শন করেন। নারায়ণীয়ে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে এই বিষয়টী পরিস্ফুট রহিয়াছে,—হে অর্জ্জুন, আমি বিশ্বের আত্মা। আমি যে রুদ্রের পূজা করি, তাহা আত্মারই পূজা। আমি যাহার অনুষ্ঠান করি, লোকসমূহ তাহার অনুবর্ত্তন করে। প্রমাণই—পূজ্য। এই উদ্দেশ্যেই আমি রুদ্রের পূজা করিয়া থাকি। বিষ্ণু কোন দেবতাকেই প্রণাম করেন না। আমি আত্মাকেই রুদ্র বলিয়া পূজা করি। আমি বিশ্বের অন্তর্য্যামী। তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় অবিবিক্ত রুদ্ররূপী আমার অংশকেই পূজা করি। "রুদ্রাদি-দেবতাসমূহ—পূজ্য"—এই প্রমাণ আমিই করিয়াছি। আমি যদি রুদ্র-পূজার আদর্শ প্রদর্শন না করি, তাহা হইলে ঐ প্রমাণ লোকে গ্রহণ করিবে না; এই জন্যই আমি নিজে আচরণ করিয়া আমার ভৃত্যের পূজা আমিই শিক্ষা দিয়া থাকি। আমার সমান বা আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। সুতরাং 'শ্রেষ্ঠ' বুদ্ধিতে আমি কাহারও পূজা করি না। আমার 'অংশ' বলিয়াই লোকশিক্ষার্থ আমি রুদ্রাদি-দেবতার পূজার আদর্শ প্রদর্শন করি। ব্রহ্মা এই স্থলেই রুদ্রকে বলিয়াছিলেন,—বিষ্ণুই ব্রহ্মা ও রুদ্র—সকলের অন্তর্য্যামী। যথা;—"বিষ্ণু তোমার, আমার ও অপর দেহিসমূহের অন্তর্য্যামী। তাঁহাকে কেহই কোনরূপে অক্ষজ জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতে পারে না।"

শ্রীরামচন্দ্র জগতে বৈষ্ণববর শিবের পূজা-প্রচারার্থ শিবপূজার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া যদি শিবই পরমেশ্বর হন, আর শ্রী.ামচন্দ্র তদধীন হন, তাহা হইলে শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া সমুদ্রকেও 'পরমেশ্বর' বলিতে হয়। এইরূপ কোথাও কোথাও ভগবৎপার্ষদগণ যে দেবতান্তরের পূজার অভিনয় করিয়াছেন, তত্তৎস্থলেও বিষ্ণ্বধীন তত্তদ্ দেবতার পূজা-প্রচারার্থই জানিতে হইবে। উহা শ্রীভগবৎপার্ষদবর্গের "বিষ্ণুর অধীন সমস্ত দেবতা"—ইহা প্রচারার্থ লীলামাত্র। উহা কখনই সিদ্ধান্তকক্ষায় আরূঢ় হইতে পারে না। ভগবান্ বিষ্ণুই—সর্ব্বেশ্বর। তিনি যে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, প্রলয়কর্ত্তা রুদ্রের ন্যায় জগতের স্থিতি বিধান করেন, তাহা চৌরমধ্যে প্রবিষ্ট রাজার ন্যায় জগতের কার্য্যের জন্য তাঁহার দেবতাগণের মধ্যে প্রবেশ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মা ও রুদ্র বিষ্ণুরই শক্তিতে সৃষ্টি ও প্রলয়কার্য্যে সামর্থ্য লাভ করেন। সুতরাং বিষ্ণুই ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দেবতার নিত্য আরাধ্য।

রুদ্রাদি-দেবতাগণের নাম-রূপাদি সর্ব্বকারণ-কারণ ভগবান্ শ্রীহরি হইতে লব্ধ

নারায়ণাদীনি নামানি বিনান্যানি স্বনামানি রুদ্রি-ণাদিভ্যো দদাবিতি চোক্তং স্কান্দে ;—

"ঋতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ।
প্রাদাদন্যত্র ভগবান্ রাজেবর্ত্তে স্বকং পুরম্॥
কপালিনস্তু শিবস্য ঘোররূপতা মুমুক্ষুহেয়তা চ স্মৃতা—
"মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥"

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ বিষ্ণু 'নারায়ণ' প্রভৃতি কয়েকটী নাম ভিন্ন স্বকীয় নামসমূহ ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণকে প্রদান করিয়াছেন। যেমন, রাজা নিজ রাজধানী ব্যতীত অন্যান্য নগরসমূহ অমাত্য-ভৃত্য-প্রভৃতিকে বাসার্থ প্রদান করেন, তদ্রূপ স্বরাট্ পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণুও স্বকীয় বিশেষ কয়েকটী নাম ভিন্ন অপরাপর নামগুলি অন্যান্য দেবতাকে ব্যবহারার্থ প্রদান করিয়াছেন।

নির্ম্মৎসর সাধুগণ শ্রীনারায়ণের শান্তমূর্ত্তিসমূহের উপাসক

রুদ্রের ঘোররূপত্ব ও মুমুক্ষুহেয়ত্বই প্রসিদ্ধ আছে। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—অসূয়ারহিত মুমুক্ষুগণ অর্থাৎ নির্ম্মৎসর সাধুগণ ঘোররূপ ভূতপতিসকলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীনারায়ণের শান্তকলাসমূহের ভজন করিয়া থাকেন।

শ্রীভুবনেশ্বর—গোপালিনী শক্তি

পূর্ব্বেই ব্যাসদেবের বাক্য উদ্ধার করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শ্রীচৈতন্যভাগবতধৃত পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্রীভুবনেশ্বর ঘোররূপ রুদ্রমূর্ত্তি বা লিঙ্গসামান্যে দ্রষ্টব্য নহেন। শ্রীভুবনেশ্বর শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের বিচারে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তম ও শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবগণ শ্রীভুবনেশ্বরকে শ্রীগোপালিনী শক্তিরূপে বিচার করিয়া তাঁহার নিকট শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলসেবা প্রার্থনা করেন।

ত্রয়োদশ প্রসঙ্গ

বিভিন্ন শিবলিঙ্গের বিবরণ

গোহ্রদের নিকটে বায়ুকোণে 'ঈশানেশ্বর' হরিলিঙ্গ বিরাজমান। তাহার নিকটে 'ভদ্রেশ্বর', 'তুঙ্গেশ্বর', 'মারীচেশ্বর', 'শিপিবিষ্টেশ্বর', 'মণিভদ্রেশ্বর', 'বিজয়ন্ত' ও 'জয়ন্ত' নামক শিবলিঙ্গ। তাহার পশ্চিমে 'কুক্কুটেশ্বর'। ৮টী কুক্কুটের অণ্ডপ্রমাণ ৮টী লিঙ্গই কুক্কুটেশ্বর। তথায় ৮টী চণ্ডীও আছেন। হ্রদের পশ্চিমতটে 'সুকোপনা' ও

'রসায়িণী', দক্ষিণে 'মোহিনী' ও 'বিন্ধ্যাসা', পূর্ব্বে 'অম্বিকা' ও 'দ্বারবাসিনী' এবং উত্তর-তটে 'উত্তরেশ্বরী', সিদ্ধারণ্যে 'পাপবিনাশিনী' রহিয়াছেন। জলাশয়ের পশ্চিমে ভগবতী আছেন। ঐ দেবীর পূর্ব্বে ২০০ ধনু দূরে এক শিবলিঙ্গ উত্থিত হইয়াছেন। উঁহার নাম 'জটিলেশ্বর'। তৎপরে 'স্বর্ণকূটেশ্বর'। তাহার ত্রিংশ ধনু অন্তরে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় আসিয়া 'বৈদ্যনাথ' প্রতিষ্ঠা করেন। রাবণ ঐ বৈদ্যনাথের পূজা করায় ঐ লিঙ্গের নাম 'রাবণেশ্বর' হইয়াছে।

ভুবনেশ্বরের সহস্রধনু অগ্নিকোণে 'সুক্ষেশ্বর' শিব। কর্ম্মিগণ তথায় পিণ্ডাদি দান করিয়া গয়াশ্রাদ্ধের অপেক্ষা অধিক ফল কামনা করেন। আম্রাতকে 'মধ্যমেশ্বর' শম্ভু। ফলশ্রুতি এই যে, আশ্বিনের অমাবস্যায় সুক্ষেশ্বরের দক্ষিণে পিণ্ডদানে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি লাভ হয়। সুক্ষেশ্বরের শতধনু অন্তরে দক্ষিণদিকে গঙ্গা অন্তর্হিত হইয়া বাস করেন। তাঁহার নাম 'গন্ধবতী'। সত্যযুগে 'ভাগীরথী', ত্রেতায় 'জাহ্নবী', দ্বাপরে 'হরিপাদজা' এবং কলিকালে 'গন্ধবতী' নামে প্রসিদ্ধা। এই গন্ধবতীতে স্নানদ্বারা ত্রিকোটি কুল পবিত্র হয়। স্বর্ণকূটাচলের পৃষ্ঠভাগে এই প্রচ্ছন্না গঙ্গা দক্ষিণাবর্ত্ত অবলম্বন করিয়া "গন্ধবতী" নামে অবস্থিত রহিয়াছেন। সুক্ষেশ্বরের নিকটেই তিনি মুক্তিদায়িনী। তথায় প্রয়াগ-ক্ষেত্র। এই গঙ্গা কাশীতে

উত্তরবাহিনী। এখানে পূর্ব্ববাহিনী হইয়া দক্ষিণ-সমুদ্রে পতিত হইতেছেন।

কাপিলকুণ্ডের নৈর্ঋতকোণে দশলক্ষশিবের অধিপতি 'কপিলেশ'। কপিলমুনি এই শিবলিঙ্গের পূজা করিয়াছিলেন। কথিত হয় যে, একদা ভীম ঋষিগণকে বৈষ্ণবরাজ শম্ভু প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলে ঋষিগণ বলিলেন,—"লবণ-সমুদ্রের উত্তর তীরে ত্রিযোজনের পরে গন্ধবতীর তটে 'একাম্রকানন' নামক কোটিলিঙ্গযুক্ত স্থান বারাণসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই স্থানে বৈষ্ণবরাজ শ্রীভুবনেশ্বর বিরাজিত আছেন। সভ্রাতৃক ভীম তথায় উপস্থিত হইয়া বিন্দুসরোবরে স্নান ও ভুবনেশ্বর বাসুদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। ভীম ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করিতে যত্নবান্ হইলে আকাশ-বাণী হইল,—"কলিতে চন্দ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন। তুমি যমেশ্বরের নিকট নৈর্ঋতকোণে সহস্রধনু অন্তরে দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া লিঙ্গ স্থাপন কর। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে হরিবাসরে তোমার নিকট থাকিব।" ইহা বলিয়া শ্রীভুবনেশ্বর 'ভীমেশ্বর' নাম ধারণ করিলেন।

চতুর্দ্দশ প্রসঙ্গ

চতুর্দ্দশ যাত্রা ও দ্বাদশ উপযাত্রা

শ্রীভুবনেশ্বরের নিত্যসেবা ব্যতীত চতুর্দ্দশ যাত্রা ও দ্বাদশ উপযাত্রা-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

১। বৈশাখ মাসে—অক্ষয়তৃতীয়া হইতে ২২ দিন বিন্দুসরোবরে ভুবনেশ্বরের 'প্রতিনিধি' শ্রীমদনমোহন, 'মালিক' শ্রীঅনন্তবাসুদেব, 'দেওয়ান' কপিলনাথ মহাদেব এবং 'পীঠাবরণ-দেবতা' অন্নপূর্ণা, পার্ব্বতী প্রভৃতির সহিত চন্দনযাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহারা চন্দনসরোবরে নৌকা বিহার করেন এবং সরোবরের মধ্যস্থ চন্দনমণ্ডপের অন্তর্গত চন্দনকুণ্ডে কর্পূর, চন্দন, আতর, অগুরু প্রভৃতি সৌগন্ধমিশ্রিত জলে স্নান করেন। শ্রীঅনন্তবাসুদেব পৃথক্ স্থানে, শ্রীভুবনেশ্বর, অন্নপূর্ণা ও দুর্গা অন্য স্থানে এবং কপিলেশ্বর অন্য পৃথক্ স্থানে স্নান করিয়া লাড্ডু, মালপোয়া, ক্ষীর প্রভৃতি ভোগ গ্রহণ করেন। ঐ সকল ভোগোপকরণ ঐ স্থানেই প্রস্তুত হয়। ভোগারাত্রিকের পর পুনরায় তাঁহারা নৌকাবিহার করেন এবং বিশ্রাম-মণ্ডপে বিশ্রাম করিয়া ঘাটের পশ্চিমদিকে নানাবিধ সঙ্গীত, নৃত্য, যাত্রা, কীর্ত্তন প্রভৃতি শ্রবণ ও দর্শন করিবার

পর বাদ্য-ভাণ্ড-সহযোগে বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরে আগমন করেন। আসিবার সময় 'চালিভোগ' দেওয়া হয়।

২। আষাঢ়মাসে—শুক্লাষ্টমীতে (পরশুরাম অষ্টমী) শ্রীঅনন্তবাসুদেব ভুবনেশ্বর পরশুরামেশ্বর মহাদেবের নিকট শোভাযাত্রা-সহযোগে গমন পূর্ব্বক পরশুরামেশ্বরকে চাতুর্ম্মাস্যের চারিমাসকাল রাজধানী সমর্পণ করেন এবং বলিয়া আসেন যে, "এই চারিমাসকাল আপনি রাজধানী পালন করিবেন, আমরা শয়নে যাইতেছি।" প্রাতঃকালে ভুবনেশ তথায় গমন করেন এবং সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকেন।

৩। শয়ন চতুর্দ্দশী—আষাঢ়ী শুক্লা চতুর্দ্দশীতে শ্রীভুবনেশ্বরের সুবর্ণময়ী প্রতিমা পর্য্যঙ্কে শয়ন করেন।

৪। শ্রাবণমাসে—চতুর্দ্দশী-তিথিতে পবিত্রারোপণ-উৎসব হয়। শ্রীভুবনেশ্বর যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন। ইহারই নাম পবিত্রারোপণ-যাত্রা।

৫। কার্ত্তিকমাসে—কার্ত্তিকী শুক্লা দ্বিতীয়াতিথিতে শ্রীভুবনেশ্বর শ্রীঅনন্তবাসুদেবের সহিত যমেশ্বর মহাদেবের নিকট শিবিকারোহণে গমন করেন।

৬। শিবোত্থাপন-যাত্রা—কার্ত্তিকী শুক্লা চতুর্দ্দশীতে শঙ্খভেরী প্রভৃতি বাদ্য-বাদন-সহযোগে শ্রীভুবনেশ্বরের শয়নগৃহের কপাট উন্মোচন করা হয়।

৭। অগ্রহায়ণ মাসে—এই মাসের প্রথমাষ্টমীতে বরুণেশ্বর লিঙ্গের নিকট পাপনাশিনীতে ভুবনেশ্বরের প্রতিমার যাত্রা এবং মধ্যাহ্নে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন হয়।

৮। অগ্রহায়ণমাসের ষষ্ঠীতে প্রাবরণোৎসব। প্রভাতে তীর্থোদকের দ্বারা ভুবনেশ্বরের স্নান—পঞ্চামৃত স্নান, গোধূম-চূর্ণস্নান ও দিব্যজলের দ্বারা স্নান করাইয়া অধিবাসিত বস্ত্রের দ্বারা প্রাবরণ করা হয়।

৯। পৌষমাসে—পুষ্যাভিষেকোৎসব; পৌষপূর্ণিমায় বিন্দুসরোবরের ১০৮ কলস জলে শ্রীভুবনেশ্বরের অভিষেক হয়। পুষ্যা-নক্ষত্রযোগের অভাব হইলেও যথাবিধি স্নান হইয়া থাকে।

১০। মকরযাত্রা—পৌষমাসের ত্রয়োদশীতে নবান্নভোগ হইয়া থাকে। মকরসংক্রান্তিতে ঘৃতকম্বল দান ও পূজা হয়।

১১। মাঘমাসে—মাঘীসপ্তমীতে শ্রীভুবনেশ্বরকে শিবিকায় স্থাপন করিয়া ছত্র-চামরাদি ব্যজন ও বাদ্যাদি-সহযোগে ভাস্করেশ্বর শিবের নিকট লইয়া যাওয়া হয় এবং সায়াহ্নে শ্রীমন্দিরে আনয়ন করা হয়।

১২। ফাল্গুনমাসে—শিবরাত্রি; ফাল্গুনী কৃষ্ণচতুর্দ্দশী-তিথিতে শ্রীভুবনেশ্বরের মহাস্নান, ৩২ উপচারে প্রহরে প্রহরে পূজা, বন্দন, হোমকুণ্ডে হোম, তিল-তণ্ডুল-ব্রীহি প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হয়। সেইদিন উপবাস এবং রাত্রি জাগরণ হয়। শিবরাত্রি-ব্রতের বিধি শ্রীল

গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ-সঙ্কলিত শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। ভুবনেশ্বরে সেইদিন বিভিন্ন স্থান হইতে বহুলোক সমবেত হন এবং ভুবনেশ্বরের সমীপে দীপ দান করিয়া থাকেন।

১৩। চৈত্রমাসে—অশোকযাত্রা ; চৈত্রী শুক্লাষ্টমী তিথিতে বনযাগ, সূত্রধর সম্মান, কাষ্টচ্ছেদন এবং চতু-শ্চক্রান্বিত রথ নির্ম্মাণ করা হয়। ২১ হাত উচ্চ, ১৬ হাত বেড়, ৪টী তোরণ, স্বুবর্ণ-কলস, সুগন্ধিধ্বজা, ৪টী অশ্ব এবং রথোপরি দিব্য সিংহাসন-সহ যথাবিধি রথের প্রতিষ্ঠা-উৎসব হইয়া থাকে। সপ্তমীর মধ্যাহ্নে এই রথ-প্রতিষ্ঠা হয়। সপ্তমীর সায়াহ্নে রথমণ্ডন হইয়া থাকে। পরদিন প্রভাতে চক্রপূজা এবং রথ প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক শুভ লগ্নে ভগবানকে রথোপরি স্থাপন করা হয়। সুতবেশধর ব্রহ্মা রথ চালনা করেন। পুরীতে আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা-উৎসব হইয়া থাকে, কিন্তু ভুবনেশ্বরে চৈত্রী শুক্লাষ্টমী তিথিতে রথযাত্রা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পুরীর জগন্নাথদেবের রথের ন্যায় প্রতি-বৎসরই শ্রীভুবনেশ্বরের নূতন রথ প্রস্তুত করা হয় এবং রথ টানা হয়। ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে গুণ্ডিচাবাড়ী এক মাইল দূর, সেই স্থানে রামেশ্বর মহাদেব আছেন। শ্রীভুবনেশ্বর শুক্লাষ্টমীদিন রথযাত্রা করেন এবং দ্বাদশীদিবস (পঞ্চম দিনে) পুনর্যাত্রা হয়। রথের নির্ম্মাণাদি-ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য রাজপ্রদত্ত দশটী মৌজা আছে। পূর্ব্বে এই সকল

যোক্তা পাণ্ডাগণের হস্তে ছিল। পাণ্ডাগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হওয়ায় বর্ত্তমানে কমিটীর হাতে দেওয়া হইয়াছে।

১৪। দমনভঞ্জিকা—চৈত্রী শুক্লা চতুর্দ্দশীতে তীর্থনাথ-সমীপে উদ্যান-মধ্যে মহোৎসবের সহিত ভুবনেশ্বরকে লইয়া যাওয়া হয়। প্রভুকে পর্য্যঙ্কে স্থাপন করিয়া শ্রোত্রিয় বিপ্রপঞ্চ ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা দমন (অশোক) ছেদন করিয়া থাকেন।

দ্বাদশ উপযাত্রা ; যথা,—(১) জ্যৈষ্ঠে শীতলাষষ্ঠী, (২) ভাদ্রে জন্মাষ্টমী ও (৩) গণেশচতুর্থী, (৪) আশ্বিনে ষোড়শদিনপর্ব্ব ও (৫) দশহরা, (৬) কার্ত্তিকে কুমারোৎসব, (৭) অগ্রহায়ণে ধনুঃসংক্রান্তি, (৮) মাঘে বসন্ত-পঞ্চমী ও (৯) ভৈমৈকাদশী, (১০) ফাল্গুনে কপিলযাত্রা ও (১১) দোলযাত্রা এবং (১২) চৈত্রে বাসন্তী-পূজার সময় নবপত্রিকা উৎসব হইয়া থাকে।

শ্রীভুবনেশ্বরের পূজক পাণ্ডাবর্গ

শ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীভুবনেশ্বরের পূজক ব্রাহ্মণ পাণ্ডা—৩৬০ ঘর। ইঁহারা আপনাদিগকে কান্যকুব্জব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। পূজায় ইঁহাদের পর্য্যায়ক্রমে অধিকার হয়। পূজা-ভোগ-রন্ধনাদি সমস্তই পাণ্ডারা করিয়া থাকেন।

শৃঙ্গারসেবক পাণ্ডা—৩০ ঘর। ঠাকুরের ভোগকালে ইঁহারা ঠাকুরের সম্মুখে যাইতে পারেন না, সর্ব্বসাধারণের

ন্যায় দূরে থাকেন। যে সময় ভোগ হয় না, সেই সময় শৃঙ্গারাদি-সেবার জন্য মন্দিরে থাকিতে পারেন। ভোগ সরিলে তাঁহারা রাজবাড়ীর প্রাপ্য মহাপ্রসাদ মন্দির হইতে আনিয়া মন্দিরের অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত করেন। যাঁহার যে প্রাপ্য ভাগ, মন্দিরাধ্যক্ষ তাহা বাটিয়া দিয়া থাকেন। ভুবনেশ্বরের ৮ বার ভোগ হয় এবং ৮বারই এই-রূপ ভাগ হইয়া থাকে।

পঞ্চদশ প্রসঙ্গ

নিত্যসেবা

১। উষঃকালে শ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীভুবনেশ্বরের শয়ন-মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটনের সময় মঙ্গলারাত্রিক ও ভগ-বানের দাঁতনসেবা প্রভৃতি হইয়া থাকে।

২। ৯ ঘটিকার সময় বাল্যভোগ (মুড়কী, দধি, মাল-পোয়া, রসকরা প্রভৃতি হয়)।

৩। ১১ ঘটিকার সময় রাজভোগ হইয়া থাকে। রাজ-ভোগের উপকরণ, যথা—খেচরান্ন, কাণিকা, ঘৃতান্ন, ডাল, তরকারী, ভাজা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি।

৪। ছত্রভোগ—১২ টার সময় যজমানের আট্‌কে ভোগ হয়।

৫। রাজবল্লভভোগ—১টার সময় মালপোয়া, ত্রিপুরী কান্তি, লড্ডুক প্রভৃতি ভোগ হইয়া থাকে।

৬। ২টার সময় দ্বিপ্রহর-ধূপ হয়। তখন অন্ন, মুগের ডাল, মালপোয়া, ফেনি, মিষ্টান্ন, বেসর, মহর, মধুব মুখরুচি প্রভৃতি ভোগ হয়।

৭। ৪টার সময় ভুবনেশ্বরের শয়নারতি হয় এবং শয়ন-পালঙ্ক দেওয়া হয়। তখন তাম্বূলভোগ হয়। লবঙ্গাদি মশলা ঘসিয়া সুবাসিত জল ভোগ দেওয়া হয়।

৮। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় ঠাকুর বিশ্রাম করিয়া উঠেন, তখন শয়ন-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। সেই সময় 'তেরপীঠাবলী' নামক একটী ভোগ দেওয়া হয় এবং ভগবানের স্নান-সেবা হয়। স্নানের পর ফুল-চন্দন-বস্ত্রাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া সন্ধ্যাধূপ এবং তৎপরে খেচরান্ন, ঘৃতান্ন, কাণিকা, মিষ্টান্ন, লাড্ডু, মালপোয়া প্রভৃতি ভোগ দেওয়া হয়। প্রত্যেকবারই ভুবনেশ্বরের ভোগের পরে ভুবনেশ্বরীর ভোগ হইয়া থাকে। কিছুকাল পরে পুনরায় ভুবনেশ্বরের স্নান এবং স্বর্ণ-রৌপ্য-নির্ম্মিত বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কার, বস্ত্র, ফুল, মাল্য প্রভৃতি দ্বারা শৃঙ্গার হয়। ইহাকে 'বড় শৃঙ্গার' বলে। এই বড় শৃঙ্গারের পর ভুবনেশ্বর পাকাল-ভোগ গ্রহণ করেন এবং তৎসঙ্গে বিভিন্ন প্রকার

মিষ্টসামগ্রীও ভোগ দেওয়া হয়। ভোগারতির পর পঞ্চবক্তু মহাদেব ভুবনেশ্বরের সেবা করেন এবং পুষ্পাকীর্ণ পালঙ্কে ভুবনেশ্বর শয়ন করেন।

শ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীমদনমোহনই— শ্রীভুবনেশ্বর-সেব্য পরমেশ্বর

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, শ্রীভুবনেশ্বর স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন-বিগ্রহ এবং তৎপ্রিয়তমরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক।

প্রত্যহ শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেবের পূজা ও ভোগ সমাপ্ত হইলে শ্রীভুবনেশ্বর স্বীয় পূজা ও ভোগাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই বিধি এখনও শ্রীভুবনেশ্বরে প্রচলিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি নিজে রথাদিতে আরোহণ না করিয়া এবং চন্দনযাত্রা, নৌকাবিলাস প্রভৃতিতে বহির্গত না হইয়া তাঁহার নিত্যপ্রভু শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীশ্রীমদনমোহনকে ঐ সকল যান ও নানাবিধ বিলাস-পরিচর্য্যাদি প্রদান করিয়া স্বীয় আচরণের দ্বারা কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগের আদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক জগদ্বাসীকে বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা প্রদান করেন। পূর্ব্বে যে যে স্থানে শ্রীভুবনেশ্বরের বিমান ও রথাদিতে আরোহণ প্রভৃতির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তত্তৎস্থানেও শ্রীশ্রীমদনমোহন ও শ্রীঅনন্তবাসুদেবের বিজয়বিলাসই বুঝিতে হইবে।

ভুবনেশ্বরের পাণ্ডাগণ শ্রীশ্রীমদনমোহনকে ‘ভুবনে-

শ্বরের প্রতিনিধি' বলিয়া থাকেন। এখানে 'প্রতিনিধি' শব্দের অর্থ অধীনস্থ পুরুষ নহে; যেমন সাধারণতঃ রাজা ও রাজপ্রতিনিধি প্রভৃতি শব্দে অর্থ প্রতীতি হয়। শ্রীভুবনেশ্বর ভৃত্য বা শক্তিতত্ত্ব বিচারে যাবতীয় ভোগবিলাস নিজে গ্রহণ না করিয়া একমাত্র প্রভু, শক্তিমত্তত্ত্ব, সকল ভোগের মালিক, স্বরাট্ পুরুষ মদনমোহনকেই ভোগ করাইয়া থাকেন অর্থাৎ নিজে ভোগ না করিয়া প্রভুকে ভোগ করান বলিয়া 'প্রতিনিধি' অর্থাৎ 'বদলী' বলা হইয়াছে। ভুবনেশ্বর নিজ পূজার পরিবর্ত্তে তৎপ্রভু শ্রীমদনমোহন ও শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের পূজাই বরণ করেন। তিনি যখন নিজেও কোন পূজা গ্রহণ করেন, তাহাও শ্রীমদনমোহন বা শ্রীঅনন্তবাসুদেবের ভৃত্য-বিচারে; স্বতন্ত্রবুদ্ধিতে তিনি কখনও কোন সেবা গ্রহণ করেন না।

শ্রীশ্রীমদনমোহন-মূর্ত্তি

শ্রীমদনমোহন-মূর্ত্তি—যাহা শ্রীভুবনেশ্বরে বিরাজিত রহিয়াছেন, তাহা দ্বিভুজ নহেন, পরন্তু চতুর্ভুজ। মদন-মোহনের বামহস্তের উপরিভাগে 'মৃগ', দক্ষিণ হস্তের উপরিভাগে 'পরশু', বামহস্তের নিম্নভাগে 'অভয়' এবং দক্ষিণ হস্তের নিম্নভাগে 'বর'সূচক চিহ্ন শোভিত রহিয়াছে। ভুবনেশ্বরের মূল মন্দিরের দক্ষিণে একটী

মন্দিরে শ্রীমদনমোহন, গোবিন্দ, পঞ্চবক্ত্র মহাদেব, শ্রীঅনন্তবাসুদেবের বিজয়মূর্ত্তি, চতুর্ভুজ হরিহরমূর্ত্তি, শ্রীশালগ্রাম প্রভৃতি বিরাজিত রহিয়াছেন।

কমিটী

পূর্ব্বে যে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সেবাদি পরিচালনার তত্ত্বাবধায়কস্বরূপ কমিটীর কথা উক্ত হইয়াছে, সেই কমিটীর মধ্যে কটকের উকীল শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, পুরী জেলাস্থ ঢেঙ্গার জমিদার শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর চৌধুরী এবং কটকের উকীল শ্রীযুক্ত গোপাল প্রহররাজ আছেন। কমিটী একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমান ম্যানেজারের নাম—শ্রীযুক্ত লছমন রামানুজদাস। ম্যানেজার পাণ্ডাগণের তরফের নিম্নলিখিত চারি জন পাণ্ডার নিকট হইতে ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন সেবার খরচাদি এবং আয়-ব্যয় প্রভৃতি বুঝা-পড়া করিয়া থাকেন। এই চারি জনের নাম—(১) জগন্নাথ মহাপাত্র, (২) নারায়ণ মকদম, (৩) দামোদর সান্তরা এবং (৪) সদয় মহাপাত্র।

পতিতপাবনমূর্ত্তি, আনন্দবাজার, শ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীভুবনেশ্বর

শ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদরজার অভ্যন্তরে যেরূপ বর্ণাশ্রম-বহিভূত পতিত ব্যক্তিগণের দর্শনার্থ পতিতপাবন-মূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছেন, সেইরূপ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের

সিংহদরজার অভ্যন্তরেও পতিতপাবন-মূর্ত্তি বিরাজমান। সিংহদ্বারের মধ্যেই আনন্দবাজার; পুরীর আনন্দবাজারের মত এখানেও প্রসাদাদি ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে, জগন্নাথের প্রসাদের মত এখানেও প্রসাদে স্পর্শদোষ ও উচ্ছিষ্টাদি বিচার নাই। সিংহদরজা অতিক্রম করিবার পর মন্দিরের সম্মুখে যে গরুড়স্তম্ভ আছে, সেই স্তম্ভের উপরে বৃষ ও গরুড় বিরাজিত আছেন এবং জগন্নাথের মন্দিরের ন্যায় এখানেও প্রবেশপথে নৃসিংহ-মূর্ত্তি বিরাজমান। তিনি চতুর্ভুজ, শান্তমূর্ত্তি, উপরিভাগের দক্ষিণ হস্তে চক্র, উপরিভাগের বামহস্তে শঙ্খ, নিম্নের দুই হস্তে বেদপুস্তক এবং অঙ্কে শ্রীলক্ষ্মীদেবী, মূল মন্দিরের দক্ষিণ দিকে ভুবনেশ্বরের ভোগশালা, এখানে চন্দ্র-সূর্য্যের কিরণ পতিত হইতে পারিবে না—এইরূপ আদেশ আছে। এখানে ৩৬০ ঘরের ব্রাহ্মণপাণ্ডাগণ রন্ধন করেন। মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে হরিহর-মিলিত-তনু শ্রীভুবনেশ্বর। পাণ্ডাগণ কৃষ্ণ ও শ্বেত-অঙ্গ-মিলিত শ্রীভুবনেশ্বর দেখাইয়া থাকেন। শ্রীভুবনেশ্বরের অঙ্গ—চক্রাকার, তাহাতে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর চিহ্ন এবং মৎস্য-কূর্ম্মাদি দশাবতার রহিয়াছেন।

শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দির

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্য সাধারণ দর্শকগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভুবনেশ্বরের

মন্দির, শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির এবং ভুবনেশ্বরের আরও বহু বহু মন্দিরের ভাস্কর্য্য-নৈপুণ্য দর্শন করিলে একদিন ভারতীয় শিল্পের কিরূপ অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভুবনেশ্বরের মন্দির উচ্চে প্রায় ১৬৫ ফুট। বিন্দুসাগরের দক্ষিণে প্রায় ৩০০ গজ দূরে উচ্চ প্রাকার-পরিবেষ্টিত সুবৃহৎ পাষাণময় চত্বর-মধ্যে এই মন্দির অবস্থিত। মন্দির-ভূমি দৈর্ঘ্যে ৫২০ এবং প্রস্থে ৪৬৫ ফুট। তদ্ব্যতীত উত্তরমুখে ২৮ ফুট বাহিরশালা রহিয়াছে। মুখশালীর পরিমাণ ২৩৫ ফুট। প্রাকারের স্থূলতা ৭ ফুট ৫ ইঞ্চি। প্রাকারের চতুর্দ্দিকে বৃহৎ প্রবেশ-দ্বার আছে; পূর্ব্ব দ্বারই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহা সিংহদ্বার নামে কথিত। দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী বৃহৎ সিংহমূর্ত্তি বিরাজিত আছে। প্রাকারের ভিতর বরাবর ২০ ফুট বিস্তৃত ও ৪ ফুট উচ্চ পাথরের গাঁথুনি আছে। বহিঃশত্রুগণের হস্ত হইতে মন্দির-রক্ষার নিমিত্ত এই দুর্ভেদ্য প্রস্তরায়তন নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহার কিয়দংশ রন্ধনশালারূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহারই একপার্শ্বে শ্রীনৃসিংহ-মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। পশ্চিমদিকে চত্বরের মধ্যে আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবালয় রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটী ২০ ফুট উচ্চ মন্দির আছে। উহা মূল মন্দির অপেক্ষাও অধিকতর প্রাচীন। ইহার গর্ভগৃহ চত্বরের সমতল হইতে প্রায় ৫॥০ ফুট নিম্নে। কথিত হয়, এই স্থানেই আদি লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজিত। মূল
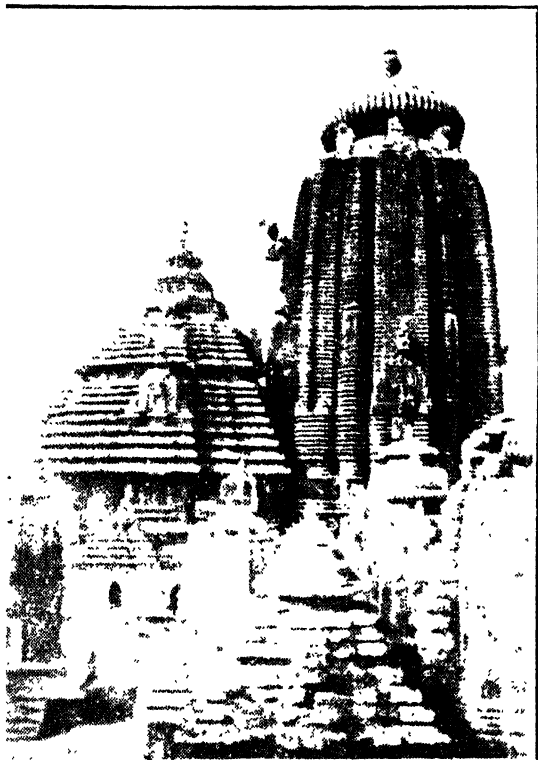
শ্রীভুবনেশ্বরের মূল মন্দির

The Gaudiya Printing Works, Calcutta

মন্দির নির্ম্মিত হইবার পরও এস্থান হইতে আদিলিঙ্গ স্থানচ্যুত করা হয় নাই। পশ্চিমদিকের এক কোণে ভুবনেশ্বরীর মন্দির আছে। সিংহদ্বার-পথে প্রবেশ করিয়া যে সুবিস্তৃত পাষাণ চত্বর দৃষ্ট হয়, সেই চত্বরের একপার্শ্বে সমতল ছাদবিশিষ্ট গোপালিনীর মন্দির। গোপালিনীর মন্দিরের ভূমি মূল মন্দিরের চত্বর অপেক্ষা নিম্ন হইলেও উপরিউক্ত আদিলিঙ্গ-মূর্ত্তির সহিত সমতলে অবস্থিত। গোপালিনীর মন্দিরের পশ্চিমে ছয়টী প্রস্তর-সোপান আছে। ঐ প্রস্তর-সোপানের উপরে ও ভুবনেশ্বরের ভোগ-মণ্ডপের তলদেশে মধ্যস্থলে প্রবেশদ্বারের দক্ষিণভাগে বৃষভমূর্ত্তি উপবিষ্ট।

ভোগমণ্ডপ

শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখভাগে ভোগমণ্ডপ; তৎ-পশ্চাতে নাট্যমন্দির, তৎপরে জগমোহন এবং জগমোহনের পশ্চাতে মূল মন্দির ও তন্মধ্যে গর্ভগৃহ অবস্থিত। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সিদ্ধান্তানুসারে উক্ত ভোগমণ্ডপ কমলকেশরীর রাজত্বকালে ৭৯২ হইতে ৮১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হয়। কিন্তু আবার অপরাপর প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ বলেন যে, যিনি কোণার্কের সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই গঙ্গাবংশীয় নরপতি নরসিংহদেব তাঁহার রাজ্যের ২৪ অঙ্কে উক্ত ভোগমণ্ডপ প্রস্তুত

করাইয়াছিলেন। নাটমন্দিরের কপাটে যে উৎকীর্ণ লিপি আছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কর্ণাট-বিজেতা মহারাজ কপিলেন্দ্রদেব ভুবনেশ্বরের সেবার জন্য বহু জমিজমার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই নাটমন্দির কপিলেন্দ্রদেবের বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন,—১০৯৯ হইতে ১১০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শালিনীকেশরীর রাণী এই নাটমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; কিন্তু অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এই উক্তির ভ্রম প্রদর্শন করেন। দেউলের অভ্যন্তরস্থ প্রবেশ-দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে যে উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে,তাহা হইতে জানা যায়, রাজা নরসিংহদেব কোণার্কের সূর্য্যমন্দির ও তাহার দ্বার প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের নাটমন্দির ও উহার দ্বার সেই বীর গঙ্গরাজেরই কীর্ত্তি। ঐ শিলালিপির উপরে 'রাজরাজতনুজা'র নাম থাকায় অনেকে মনে করেন, সেই গঙ্গরাজকন্যাই উহার সূত্রপাত করিয়া যান। কেহ কেহ অনুমান করেন, উক্ত রাজকন্যাই মাদলাপঞ্জিতে শালিনীকেশরীর মহিষী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

জগমোহনের নির্ম্মাণকৌশল, ভাস্করকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য অতীব অপূর্ব্ব। জগমোহনের ছাদ ভোগমণ্ডপের ছাদেরই ন্যায় চূড়াকার। ৩০ ফুট করিয়া উচ্চ চারিটী সুবৃহৎ পাষাণস্তম্ভ ছাদের অবলম্বনস্বরূপ বিরাজিত রহিয়াছে।

ইহার দক্ষিণ প্রবেশ-দ্বারের নিকট বামভাগে একটী চতুরস্র গৃহ রহিয়াছে, তাহা যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্যে বিভূষিত; কিন্তু নির্ম্মাতা উহার কারুকার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই এই ঘরে কএকটী পিত্তলময়ী অর্চ্চা বিরাজিত রহিয়াছেন। ইঁহারা ভুবনেশ্বরের উৎসবকালীন বিজয়মূর্ত্তি। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের উচ্চতা চত্বর হইতে কলস পর্য্যন্ত ১৬০ ফুট; কিন্তু মন্দিরের গর্ভগৃহ চত্বর হইতে ২ ফুট নিম্ন হওয়ায় পূর্ব্বের চত্বর গৃহভূমিকা হইতে আরও ২।৩ ফুট নিম্নে অবস্থিত ছিল। কাজেই সেই সময়ের দেউলের উচ্চতা প্রায় ১৬৫ ফুট হইবে।

ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন মন্দিরের উচ্চতার পরিমাণ

ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দির, অনন্ত-বাসুদেবের মন্দির ব্যতীত চতুর্দ্দিকে আরও বহু মন্দির বিস্তৃত রহিয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ভুবনেশ্বরের মন্দিরের উচ্চতা বর্ত্তমানে চত্বর হইতে কলস পর্য্যন্ত ১৬০ ফুট। অনন্তবাসুদেবের মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফুট। এতদ্ব্যতীত রামেশ্বরের মন্দির উচ্চে ৭৮ ফুট, যমেশ্বর ৬৭ ফুট, রাজারাণী দেউল ৬৩ ফুট, ভগবতীর মন্দির ৫৪ ফুট, সারী-দেউল ৫৩ ফুট, নাগেশ্বর ৫২ ফুট, সিদ্ধেশ্বর ৪৭ ফুট, কপিলেশ্বর ৬৪ ফুট, কেদারেশ্বর ৪৬ ফুট, পরশুরামেশ্বর ৩৮ ফুট, মুক্তেশ্বর ৩৫ ফুট, এবং কোপারি ৩৫ ফুট।

অনেকে মনে করেন, পুরীর মন্দির অপেক্ষা ভুবনেশ্বরের মন্দির অধিকতর প্রাচীন এবং পুরীর মন্দিরের শিল্প ভুবনেশ্বরেরই অনুকরণ। কএক বৎসর যাবৎ এই মন্দিরের সংস্কার-কার্য্য চলিতেছে।

ষোড়শ প্রসঙ্গ

প্রত্নতাত্ত্বিক বিচার

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছেন, রাজা যযাতি কেশরী মগধ হইতে আগমন করিয়া যবনদিগকে বিতাড়িত করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংসাবশেষের উপর পুনরায় হিন্দু-ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যযাতিকেশরীর রাজত্বকাল ৪৭৪ হইতে ৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ। যযাতিকেশরীর রাজ্যাবসান-কালে ভুবনেশ্বরের মন্দির ও জগমোহনের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। যযাতিকেশরী নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার বংশধর সূর্য্যকেশরী বহুকাল রাজত্ব করিলেও মন্দিরের জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই; কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী অনন্তকেশরী মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করেন। অবশেষে ললাটেন্দুকেশরীর রাজত্বকালে ৫৮৮ শকে (৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে) ভুবনেশ্বর-

মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হয়। এ সম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"গঙ্গাষ্টেষুমিতে জাতে শকাব্দে কীর্ত্তিবাসসঃ।
প্রাসাদমকরোদ্রাজা ললাটেন্দুশ্চ কেশরী॥"

কিন্তু কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিত্র মহাশয়ের এই মতের অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন, জগন্নাথের মন্দির-নির্ম্মাণ-সম্বন্ধে যেরূপ হাতগড়া শ্লোক প্রচলিত হইয়াছে, এটীও সেইরূপ কল্পিত শ্লোক, ইহার মূলে কোনরূপ ঐতিহাসিক সত্য নাই। তাঁহারা আরও বলেন, জগন্নাথের মাদলাপঞ্জি হইতে রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র যে বিবরণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসানভিজ্ঞ পাণ্ডাগণের দ্বারা তীর্থের প্রাচীনতা-প্রদর্শনের কাল্পনিক চেষ্টা মাত্র। ভুবনেশ্বরের মন্দির ও জগমোহন হইতে মন্দির-নির্ম্মাণ-কালের সমসাময়িক যে শিলালিপি বহির্গত হইয়াছে, তাহার সাহায্যেই ভুবনেশ্বরের মন্দির-নির্ম্মাণকাল জানা যায়। যে অনঙ্গভীম পুরুষোত্তমের শ্রীমন্দির-নির্ম্মাতা বলিয়া বিখ্যাত, সেই অনিয়ঙ্কভীমই, শিলালিপিতে ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। শিলালিপিতে অনিয়ঙ্কভীমের ৩৪ অঙ্ক ও প্রবহতি সংবৎসর পাওয়া গিয়াছে। চাটেশ্বরের শিলালিপি ও দ্বিতীয় নরসিংহদেবের তাম্রশাসনে অনঙ্গভীম বা অনিয়ঙ্কভীম বলিয়া দুই জনের নাম পাওয়া যায়। প্রথম অনঙ্গভীম চোড়গঙ্গের

চতুর্থ পুত্র। ইনি ১০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ইনি উৎকলবিজয় করিয়া পুরুষোত্তমের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অনঙ্গভীম প্রথম অনঙ্গভীমের পৌত্র ও রাজরাজের পুত্র। ইনি প্রায় ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৪ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ভুবনেশ্বরের শিলালিপিতে "রাজরাজতনুজ" ও অনিয়ঙ্কভীমের ৩৪ রাজ্যাঙ্ক থাকায় কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ দ্বিতীয় অনিয়ঙ্ক বা অনঙ্গভীমকেই ভুবনেশ্বরের মন্দির-নির্ম্মাণকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই দ্বিতীয় অনিয়ঙ্কভীম কটক, পুরী ও গঞ্জাম জেলার বহু স্থানে সুবৃহৎ শিবমন্দির-সমূহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

আমরা বিন্দুসরোবরের পূর্ব্বতটে মধ্যঘাটের সম্মুখে অনন্তবাসুদেবের মন্দিরের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই মন্দির দৈর্ঘ্যে ১৩১ ফুট ও প্রস্থে ১১৭ ফুট। ইহার মুখশালীর দৈর্ঘ্য ৯৬ ফুট ও বিস্তৃতি ২৫ ফুট। মূল মন্দিরের সঙ্গে প্রথমে জগমোহন, তৎপরে নাট্যমন্দির ও তৎপশ্চাতে ভোগমণ্ডপ। কলস পর্য্যন্ত মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফুট। নাটমন্দিরের অভ্যন্তর-প্রদেশে কৃষ্ণপ্রস্তরময়ী একটী গরুড়মূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন। মূলমন্দিরে শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিষ্ণু বিরাজমান। এই অনন্তবাসুদেবের শ্রীমন্দিরই ভুবনেশ্বরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির; ইহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণও একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অনন্তবাসুদেব বিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন

না করিয়া তীর্থযাত্রিগণ শ্রীবাসুদেব-বশ্যু অন্য কোন দেবতার দর্শনে গমন করিতে পারেন না। এখনও এই বিধি ভুবনেশ্বর-তীর্থে প্রচলিত রহিয়াছে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের শ্রীমন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে যে শিলা-ফলকোৎকৃত ভবদেবমিত্র কবি-বাচস্পতিমিশ্র-রচিত শ্লোকাবলী অনুবাদের সহিত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা হইতে জানা গিয়াছে, অনন্তবাসুদেবের মন্দির ও তৎসম্মুখস্থ বিন্দুসরোবর ভবদেব ভট্ট নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। বাচস্পতি-মিশ্র ৮৯৮ শকে অর্থাৎ ৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ন্যায়সূচীনিবন্ধ' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রিয় মিত্র ভবদেব ভট্টের অভ্যুদয়কাল তৎসমসাময়িক বিচার করা অনুচিত নহে; কাজেই কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দায় নির্ম্মিত বলিয়া বিচার করেন।

বিন্দুসরোবর দৈর্ঘ্যে ১৩০০ ফুট, প্রস্থে ৭০০ ফুট এবং গভীরতায় ১৬ ফুট। এই সুবৃহৎ সরোবরের চতুর্দ্দিকই পাথর দিয়া বাঁধান। বিন্দুসরোবরের মধ্যস্থলে পাথরের আলি দ্বারা গাঁথা একটী দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের পরিমাণ ১০০ × ১০০ ফুট। উক্ত দ্বীপের উত্তরপূর্ব্বকোণে একটী ক্ষুদ্র মন্দির বিরাজিত। স্নানযাত্রার সময় এখানে শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের বিজয়মূর্ত্তি আগমন করেন। মন্দির-পার্শ্বস্থ ফোয়ারা হইতে নির্গত জল দ্বারা ভগবানের অভিষেকোৎসব

হয়। এই বিন্দুসরোবর স্নানযাত্রার সময়ে অর্থাৎ বর্ষাকালে বড় বড় কুম্ভীরের বাসভূমি হয়।

ভুবনেশ্বরের কীর্ত্তি বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী

ষ্টারলিং, হাণ্টার, কনিংহাম প্রভৃতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক এবং রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র প্রভৃতি প্রাচ্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ভুবনেশ্বরকে বৌদ্ধগণের একটী প্রধান স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য প্রাচ্য প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ নানাপ্রকার যুক্তি, প্রমাণ, ভুবনেশ্বরের নানা স্থানে উৎকীর্ণ শিলালিপি এবং মহাভারতাদি প্রাচীন পুরাণ-গ্রন্থের প্রমাণ হইতে দেখাইয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের সময়ে এই ভুবনেশ্বর যে বৌদ্ধদিগের প্রধান স্থান ছিল বলিয়া অনুমান, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরিতে বৌদ্ধ-কীর্ত্তির যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা বুদ্ধদেবের অনেক পরবর্ত্তী। যে সকল পুরাবিদ্‌গণ 'হাথিগোফা'কে বৌদ্ধ-কীর্ত্তি বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই উক্তি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। কারণ, এখন উহা জৈন-কীর্ত্তি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 'হাথিগোফা'র উৎকীর্ণ শিলালিপিতে জৈনধর্ম্মাবলম্বী কলিঙ্গরাজ খারবেল ভূপতির প্রশস্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এই জৈনরাজ খারবেল কোন্ সময়ে ভুবনেশ্বরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ

পাওয়া যায় নাই। মহাভারত বনপর্ব্ব ১১৪শ অধ্যায়ে যে বিবরণ আছে, তাহাতে জানা যায়, গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের পরে কলিঙ্গদেশের অন্তর্গত বৈতরণী তীর্থ এবং তাহার তীরে ব্রহ্মার যজ্ঞস্থান যাজপুর, তৎপরে স্বয়ম্ভু-বন, তৎপরে লবণ-সমুদ্রের সমীপস্থ মহাবেদী—যাহা পুরুষোত্তমক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। তৎপরে মহেন্দ্রাচল; এই পর্ব্বত গঞ্জামপ্রদেশে অবস্থিত এবং পরশুরামের স্থান বলিয়া খ্যাত। উপরে যে স্বয়ম্ভু-বনের কথা উক্ত হইয়াছে, সেই 'স্বয়ম্ভু' শব্দের অর্থ—শম্ভু বা মহাদেব, ইহাই 'দুর্ঘটার্থপ্রকাশিনী' প্রভৃতি প্রাচীন মহাভারতের টীকার অভিমত। বহুপূর্ব্বকাল হইতে এই স্বয়ম্ভু-বন তপস্বিগণের তপস্যার স্থান ছিল। উৎকলখণ্ডে (১৩শ অঃ) বর্ণিত আছে,—

ইত্থমেতৎ পুরা ক্ষেত্রং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্।
তত্র সাক্ষাদুমাকান্তঃ স্থাপিতঃ পরমেষ্ঠিনা।
যদেতচ্ছাম্ভবং ক্ষেত্রং তমসো নাশনং পরম্॥

প্রাচীনকালে মহাদেবের দ্বারা এই ক্ষেত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। তথায় ব্রহ্মা সাক্ষাৎ পার্ব্বতীপতিকে স্থাপন করিয়াছেন। সেই সময় হইতেই এই স্থান তমোবিনাশক শ্রেষ্ঠ শাম্ভবক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই শাম্ভবক্ষেত্র 'একাম্রবন' বা 'একাম্রক্ষেত্র' বলিয়াও পরিচিত।

স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে বর্ণিত আছে,—

স বর্ত্ততে নীলগিরির্যোজনেঽত্র তৃতীয়কে।
ইদন্ত্বেকাম্রকবনং ক্ষেত্রং গৌরীপতের্বিভুঃ॥
চতুর্দেহস্থিতোঽহং বৈ যত্র নীলমণিময়ঃ।
তস্যোত্তরস্যাং বিখ্যাতং বনমেকাম্রকাহ্বয়ম্॥

উৎকল দেশে নীলাচলের দুই যোজন উত্তরে পার্ব্বতী-পতির ক্ষেত্র একাম্রকানন বিরাজিত। মহাভারত-বনপর্ব্বে কথিত স্বয়ম্ভূ-বনই একাম্রক্ষেত্র এবং উহা বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনেক মনীষি বিচার করিয়াছেন।

কপিলসংহিতায় ভুবনেশ্বর-বিবরণ

কপিলসংহিতায় শ্রীভুবনেশ্বরদেবের একটী বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে কাশীধামস্থ বিশ্বেশ্বর দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আর কাশীতে থাকিবেন না, এই কাশী শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে, যেহেতু এই স্থানে অতিজ্ঞানবিহ্বল নাস্তিকগণ উপদ্রব করিতেছে; যথার্থ ধর্ম্ম আর এখানে থাকিবে না, সকলেই অধর্ম্মাচারী হইয়া পড়িবে। আর এই স্থান ক্রমশই জনাকীর্ণ ও তপোবিঘ্নকর হইয়া উঠিতেছে। মহাদেব পার্ব্বতীর জন্য যত্নসহকারে এই পুরী স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু জ্ঞানবিহ্বল নাস্তিক-গণের উপদ্রবে তাঁহার কিছুতেই এই স্থানে থাকিবার অভিলাষ হইতেছে না। এমন পরম স্থান কোথায়—যেস্থানে অবস্থিত হইয়া ভগবান্ পুরুষোত্তমের নিত্য আরাধনা করা

যায় ? বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর এই উক্তি শ্রবণ করিয়া দেবর্ষি নারদ তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, লবণজলধির তীরে নীলশৈল নামে একটী প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে ; তাহারই উত্তরে পরম রম্য একাম্রকানন। সেই বিজন বনে অনন্তের সহিত সর্ব্বেশ্বরেশ্বর রমানাথ 'বাসুদেব' নামে বিঘোষিত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। সেই স্থান পরম গুহ্য। মহাদেব নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কাশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পার্ব্বতীর সহিত একাম্রকাননে গমন করিলেন এবং সেই পুণ্যক্ষেত্রে আগমন করিয়া শ্রীহরিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—"হে পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সুলোচন, তোমায় নমস্কার। হে নীলজীমূতকলেবর, হে ত্রৈলোক্য-নায়ক, হে একাম্রনিবাস পীতাম্বর, তোমায় কোটী কোটী নমস্কার। হে করুণাসাগর ভক্তবন্ধো, জগবন্ধো, তুমি জগতের আদি কারণের কারণ, তোমার সহস্র সহস্র রম্য নিকেতন আছে জানি ; কিন্তু এই একাম্রকাননে তোমার গুপ্তস্বরূপ কেন জানিতে পারিলাম না ? হে প্রভো, তুমি আমায় বলিয়াছিলে,—আমি তোমার অর্দ্ধাঙ্গ, কিন্তু এখন আমায় স্বতন্ত্র করিলে কেন ? তোমার প্রিয়ভক্ত নারদ, আর তোমার শয্যা অনন্ত, কেবল এই দুই জনই এই স্থান অবগত হইয়াছেন, আমি বা অপর কেহ জানিতে পারি নাই। তোমার প্রেমভক্ত গোপীগণের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব ? তাঁহারা তোমার নিজ-জন। হে পরমেশ্বর, আমি কি

তোমার সেই করুণাকটাক্ষে পতিত হইব ? আমি তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি, তোমার এই প্রিয়স্থানে, তোমার এই পাদপদ্ম-সন্নিধানে আমায় বাস প্রদান কর।" শ্রীবাসুদেব বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর এই আর্ত্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"হে শম্ভো, আমি তোমার হিতের জন্য যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি সানন্দচিত্তে তোমাকে এই স্থানে থাকিতে দিব, কিন্তু তোমাকে একটী প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। তুমি শপথ করিয়া বল যে, আর কখনও কাশী যাইবে না।" তখন শঙ্কর বলিলেন,—আমি কিরূপে কাশীধাম একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারি ? সেখানে যে আমার প্রিয়জাহ্নবী ও সর্ব্বতীর্থময়ী মণিকর্ণিকা রহিয়াছে। বাসুদেব কহিলেন,—"হে শম্ভো, আমার সম্মুখে এই স্থানে "পাপনাশিনী" নামে মণিকর্ণিকা বর্ত্তমান আছে, আমার অগ্নিকোণে আমারই পদনিঃসৃতা 'গঙ্গা-যমুনা' নাম্নী জাহ্নবী নদী প্রবাহিতা হইতেছে, এখানে আরও অনেক গুপ্ত তীর্থ রহিয়াছে।" তখন শঙ্কর বলিলেন,—"আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া বারাণসী অথবা অন্য কোন ক্ষেত্রেই যাইব না।" ইহা বলিয়া শম্ভু বিষ্ণুর দক্ষিণ পার্শ্বে লিঙ্গরূপে অবস্থান করিলেন। এই লিঙ্গ স্ফটিকসঙ্কাশ মাণিক্যাভ মহানীল-মূর্ত্তি 'ত্রিভুবনেশ্বর' বা 'ভুবনেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ।

সপ্তদশ প্রসঙ্গ

কেদার-গৌরী

ভুবনেশ্বর-মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানে কেদার-গৌরীর যুগল মন্দির। গৌরীকুণ্ডের জল অতীব স্বচ্ছ, সুন্দর ও মনোরম। এই জল বহু স্থানে নীত হইয়া থাকে এবং বহু মূল্যে বিক্রয় হয়। জলপ্রপাত হইতে নিয়ত নির্গত এই কুণ্ডের জল অতীব স্নিগ্ধ ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের বিশেষ উপকারী।

ধবলগিরি, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি

কৌতূহলী ভ্রমণকারী ভুবনেশ্বর-যাত্রিগণ এই সকল স্থান দেখিয়া থাকেন। ধবলগিরির অপর নাম—ধৌলি পাহাড়। ভুবনেশ্বরের প্রায় ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে এই ধবল-গিরি অবস্থিত। ইহা একটী ক্ষুদ্র পাহাড় ও দয়ানদীর কূলে অবস্থিত। কেহ কেহ অনুমান করেন, 'দধিভদ্রা' শব্দের অপভ্রংশ 'দয়ভদ্রা' হইতে 'দয়া' শব্দ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। এই দধিভদ্রা নদীর তীরে দধীচি মুনির আশ্রম বর্ত্তমান ছিল বলিয়া কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ধবলগিরির সন্নিকটে 'কৌশল্যা-গঙ্গা' নামে একটী প্রশস্ত কুণ্ডের শেষ-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। ধবলগিরির পথ অনেকটা দুর্গম।

ধবলাগিরির শিখরদেশে বৌদ্ধ ভূপতি অশোকের অনুশাসন-স্তম্ভ বিরাজমান রহিয়াছে।

উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি পাশাপাশি দুইটী ক্ষুদ্র পাহাড়—ভুবনেশ্বর হইতে প্রায় ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে সামান্য বন-পথ থাকায় উহারা স্বতন্ত্র। কেহ কেহ বলেন, খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি 'ঐর' নামক এক বৌদ্ধ নৃপতির কীর্ত্তি। উদয়গিরিতে অনেকগুলি বিভিন্ন নামের সুন্দর সুন্দর গুহা আছে। এই সকল গুহা পাহাড় কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। এককালে বৌদ্ধযতিগণ এই সকল গুহায় বাস করিতেন। অনেকগুলি গুহা 'সঙ্ঘারাম' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ঙ্গ উড়িষ্যায় আগমনপূর্ব্বক উদয়গিরি দর্শন করিয়া তথায় 'পুষ্পগিরি' নামক সঙ্ঘারামের উল্লেখ করিয়াছেন। জয়া, বিজয়া, অনন্ত, ভজন, ভগ্নগুম্ফা, স্বর্গপুরী, রাণীহংসপুর, গণেশগুম্ফা, হাতিগুম্ফা, ব্যাঘ্রগুম্ফা, পবনগুম্ফা প্রভৃতি গুহাগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই গুহা-গুলি গৃহাকারে খোদিত হইয়াছিল; কিন্তু এখন অনেকাংশ নষ্ট হইয়া ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির আবাসে পরিণত হইয়াছে। পর্ব্বতের তত্ত্বাবধান এবং ভ্রমণকারিগণকে পর্ব্বতোপরি নিরাপদে আরোহণ করাইবার জন্য পর্ব্বতের নিম্নদেশে সরকারের পক্ষ হইতে তত্ত্বাবধায়ক ও পথপ্রদর্শক নির্দ্দিষ্ট আছে।

খণ্ডগিরি পাহাড়টী বালুপাথরের। স্থানে স্থানে কএকটী শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহাদের অক্ষরগুলি বর্ত্তমানে অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া যাওয়ায় অপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই পর্ব্বতে অনেকগুলি গুহা এবং বৌদ্ধ ও জৈন-দেব-দেবীর মূর্ত্তি, হস্তী, অশ্ব, বৃষ, বানর, পদ্ম, অশ্বত্থ, চক্র ও সর্পমূর্ত্তি, জৈনতীর্থঙ্কর ও শাক্যসিংহের মূর্ত্তি এবং স্থানে স্থানে অনেক দ্বাদশভুজা, দশভুজা, অষ্টভুজা, চতুর্ভুজা স্ত্রী-মূর্ত্তি, তাহাদের বাহনের মূর্ত্তি ও কোন কোন স্ত্রী-মূর্ত্তির সহিত পুরুষ-মূর্ত্তি প্রভৃতি রহিয়াছে। একটী নানাবিধ-মূর্ত্তিশোভিত গুহার শিলালিপিতে লেখা আছে,—"শ্রীমধুদৈত্য-কেশরী-দেবস্য প্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্য সম্বৎ।" খণ্ডগিরির চতুর্দ্দিকেই গহ্বর-মন্দিরের চিহ্নসমুহ দৃষ্ট হয়। পাহাড়ের মধ্যে এক স্থানে একটী জলাশয় আছে। পাহাড়টী বহু গুহাতে পরিপূর্ণ। এই সকল জৈনদিগের কীর্ত্তি বলিয়াই ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন।

অষ্টাদশ প্রসঙ্গ

ভুবনেশ্বর-পরিক্রমা

কার্ত্তিক মাসে পঞ্চক্রোশী ভুবনেশ্বর পরিক্রমা হয়। বরাহদেবী হইতে ধবলগিরি ধরিয়া খণ্ডগিরি, উদয়গিরি ও

ভুবনেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেশনের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া পুনরায় বরাহদেবীতে পরিক্রমাকারিগণ উপস্থিত হন।

যাত্রিগণের জ্ঞাতব্য

হাওড়া হইতে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে লাইনে ভুবনেশ্বর ২৭২ মাইল। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া—৫৴০, ভুবনেশ্বর ষ্টেশন হইতে ভুবনেশ্বরের মন্দির এক ক্রোশ। রাস্তা অতি সুন্দর, দুই ধারে পার্ব্বত্য ভূমিজাত বৃক্ষ, বিশেষতঃ কুঁচিলা ফলের গাছ অত্যধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। গো-যান ব্যতীত অন্য কোনরূপ যানের ব্যবস্থা সর্ব্বদা থাকে না, তবে মোটরবাস বা মোটরগাড়ী চলিতে পারে। ভুবনেশ্বরে দুইটী ধর্ম্মশালা আছে। বিন্দুসরোবরের তীরে কলিকাতার মাড়োয়ারী হাজারিমলের একটী নূতন বৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বের ধর্ম্মশালাটী রায়বাহাদুর হরগোবিন্দ বিশ্বেশ্বর লালের ধর্ম্মশালা। ধর্ম্ম-শালাতে যাত্রিগণ তিন দিন থাকিতে পারেন। এখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং টেলিগ্রাম ও পোষ্টাফিস আছে। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে হাট হয়। জগন্নাথের প্রসাদের মত এই স্থানেও শ্রীঅনন্তবাসুদেব এবং ভুবনেশ্বরের প্রসাদ বিক্রয় হইয়া থাকে।

সমাপ্ত